সেকেন্ডে সেকেন্ডে লক্ষ কোটি নেকী

বা

নেকের রত্ন ভাণ্ডার

বেশী বেশী ফযীলতের দোয়া, নামাজ, রোজা, জিকির, মহিলাদের আমলের ফযীলতসহ

প্রতি সেকেন্ডে দশ হাজার রাকাতে কবুল হজ্বের, উহুদ পাহাড় ওজনের সমান,
ষাট কোটি থেকে চল্লিশ লক্ষ কোটি নেকী, ৭২ জন নবী-রাসূলগণকে
দেখার নেকী ও ১ মিনিটে দশ বছর ইতেকাফের,
চৌদ্দ কোটি থেকে ২৮০ কোটি, ষাট লক্ষ
থেকে বিশ হাজার লক্ষ কোটি, ১৭৩টি
উহুদ পাহাড়সম ওজনের অগণিত
নেকী লাভের অতি সহজ
সহজ উপায়সমূহ।

সংকলনে
মুফতী যাইনুল আবিদীন
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

সম্পাদনায়
হাফেয মাওলানা মোহাম্মদ যুবায়ের
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

প্রাপ্তিস্থান
কাকরাইল মসজিদ || বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

মহিলাদের ফযীলত

অধিক অধিক ফযীলতের সূরা সমূহ

১। কোন সময় প্রতি কদমে ১ বছর নফল নামাজ ও রোজার নেকী হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি জুমার দিন । (১) ভালভাবে জামা কাপড় ধুইবে (২) উত্তমরূপে গোসল করবে। (৩) সবার আগে মসজিদে যাবে। (৪) পায়ে হেঁটে যাবে (৫) ইমামের কাছাকাছি বসবে। (৬) মনযোগ সহকারে খুৎবাহ শুনবে (৭) কোন কথাবার্তা না বলবে। জুমার দিন এ ৭টি বিষয়ের উপর আমলকারীদের আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি কদমের বিনিময়ে ১ হাজার নফল নামাজ ও ১ বছরের নফল রোজার ছাওয়াব দান করবেন। [তিরমিজী আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মিশকাত]

২। ৫ সেকেণ্ডে যে দোয়া ১বার পড়লে ১হাজার দিন পর্যন্ত নেকী লিখা হয়?

উত্তর ঃ جَزَاءُ اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهُ

উচ্চারণ ঃ জাযায়াল্লাহ আন্না মুহাম্মাদাম মা-হুয়া আহলুও। নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি ১ বার এই দোয়া পাঠ করবে, ৭০ জন ফেরেশতা ১০০ দিন পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে উহার সাওয়াব লিখতে থাকবে। [তাবারানী, তারগীব তারহীম]

৩। ১০ সেকেণ্ডে কিভাবে ২০ লক্ষ থেকে ১৪ কোটি নেকী লাভ হয়?

উত্তর ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু আহাদান সামাদান লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি এ দোয়া ১বার পাঠ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ২০ লক্ষ নেকী দান করবেন। ফরজ নামাজের পর পরই পড়াও একটি সুন্নত আমল এটি রমজানে পড়লে ১৪ কোটি (তারগীব তারহীম, ফাযায়েলে আ'মাল]।

৪। ২০ সেকেণ্ডে কি আমল করলে অর্ধেক দিন তাছবীহ পড়ার চেয়েও অধিক নেকী লাভ হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি এ তাছবীহ ৩ বার পাঠ করবে সে অর্ধেক দিন তাছবীহ তাহলীল পড়ার চেয়েও অধিক ছাওয়াব লাভ করবে।

যথা - سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَتِهِ -

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী আদাদা খালকিহী ওয়ারিদ্বায় নাফছিহী ওয়াজিন তা আরশিহী ওয়ামিদাদা কালিমাতিহী (মুসলিম তিরমিজী, নাসাঈ)

৫। ১০ সেকেণ্ডে কি আমলে আগে পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়।

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি খানার শেষে এ দোয়া পড়বে আল্লাহ তা'য়ালা তার আগের পিছনের সমস্ত গুনা মাফ করে দিবেন। (তিরমিজী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَطْعَمَنِى هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّة

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আত্বআমানী হাজাত তায়ামা ওয়ারাজাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়্যাতা। (আবু দাউদ)

৬। ৫ সেকেণ্ডে কিভাবে ১ লক্ষ থেকে ৭০ লক্ষ নেকী লাভ হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়বে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আর سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী ১০০ বার পড়লে ১ লক্ষ ২৪ হাজার নেকী লাভ হয়। (রমজানে ৭০ গুন, তাই রমজানে ১০০ বার পড়লে ১ লক্ষ ১৬৮০ হাজার নেকী লাভ হবে) [মুসলিম, তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মুস্তাদরাক হাকীম, তারগীব]

৭। কোন কালেমা জিকির ৭ আসমান ৭ জমিন হতেও ভারী?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান ৭ আসমান ও জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় তবুও لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ লা ইলাহা ইল্লাহু'র পাল্লাই ভারী হবে এবং ইহার পরিধি আরশের নিচের স্থানও সংকুলন হয় না। [ফাজায়েলের আ'মাল]

৮। ২ সেকেণ্ডে কিভাবে উহুদ পাহাড় ওজনের অধিক নেকী লাভ হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান سُبْحَانَ اللّٰهِ সুবহানাল্লাহ এর নেকী উহুদ পাহাড় হতেও উত্তম। [ফাজায়েলে আ'মাল]

৯। ২ মিনিটে কিভাবে ১০০ নফল হজ্বের নেকী লাভ করা যায়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান , যে ব্যক্তি সকালে ১০০০ বার ও সন্ধ্যায় ১০০ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ সুবহানাল্লাহ পাঠ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ১০০ নফল হজ্বের ছাওয়াব দান করবেন। [মিশকাত, আহমাদ নাসাঈ]

আর আল্লাহু আকবার বলার দ্বারা আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী স্থানকে নূর দ্বারা ভরপুর করিয়া দেয়া হয় এবং বেশী বেশী করে পড়ার দ্বারা ঈমান তাজা হয়।

১০। কোন সময় ১টি খোরমা দান করলে উহুদ পাহাড় সমতুল্য নেক হয়?

উত্তর ঃ সহী নিয়ত তথা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকে রাজি সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ১টি খোরমাও যদি আল্লাহর রাস্তায় দান করা হয় এর বদৌলতে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে উহুদ পাহাড় ওজন সমতুল্য সাওয়াব দান করবেন। উহুদ পাহাড়ের ওজন আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কেহই জানে না। (ফাজায়েলে আ'মাল)

১১। ২০ সেকেণ্ডে ১০ লক্ষ - ৭ কোটি নেকী ১ লক্ষ গুনা মাফ হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে এ দোয়া পড়বে আল্লাহ তায়ালা তাকে ১লক্ষ নেকী দান করবেন ১লক্ষ গুনা মাফ করবেন। ১ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, জান্নাতে ১টি বালাখানা তৈরি করে দেবেন।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারী কালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুওয়া হায়্যুল্লামূতু। বিয়াদিহীল খাইরু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর [তিরমীজি, মিশকাত]

১২। ১ মিনিটে কোন আমল করলে ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে? উত্তর ঃ মিছওয়াক করার অভ্যাস করে অজু করে নামাজ পড়লে। (ফাজায়েলে আমল)

১৩। ১মিনিটের কোন আমলে মসজিদে ১০বছর ইতেকাফের নেক অর্জন করা যায়?

উত্তর ঃ এক মুসলমান অন্য মুসলমানের উপকারের চেষ্ট করলে, যেমন এক বৃদ্ধা লোকের হাতের লাঠি হাত থেকে পড়ে গেল অন্য কোন মুসলমান ভাই সেই বৃদ্ধার হাতের লাঠি উঠিয়ে

দিতে অগ্রসর হলে চেষ্টকারী উঠিয়ে দেয়ার পূর্বেই বৃদ্ধা তার লাঠি নিজেই উঠিয়ে ফেলল। উপকারের নিয়তে সামান্য চেষ্টার জন্য আল্লাহ তাকে ১০ বছর মসজিদে ইতেকাফ করার ছওয়াব দান করবেন। [তিরমিজী]

১৪। ২০ সেকেণ্ডে কি আমল করলে মরুভূমির বালুকা রাশির অগণিত গুনা মাফ হয়?

উত্তর : أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

উচ্চারণ ঃ আসতাগফিরুল্লাহাল্লাজী লাইলাহা ইল্লাহু ওয়াল হায়্যুল কায়্যাম ওয়া আতুবু ইলাইহি। নবী করীম (সাঃ) ফরমান , যে ব্যক্তি শোয়ার সময় এ দোয়া পড়বে আল্লাহ তা'য়ালা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। যদিও তার গুনা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ /মুরুভূমির বালুকারাশির পরিমাণ /বৃক্ষের পাতার পরিমাণ/ দুনিয়ার সমস্ত দিনের পরিমাণও হয় এবং খাঁটি দিলে তওবা করলে নিশ্চয়ই তা কবুল হবে। [তিরমিজী, ইমাম গাযযালী, আল আযকার]

১৫। প্রশ্ন ঃ ১ সেকেণ্ডে কিভাবে ১০ হাজার রাকাত তাহাজ্জুদের নেকী হয়?

উত্তর ঃ কুদৃষ্টি হতে (পরনারী) ১ বার চক্ষুকে ফিরানো/হেফাজত করা ১০ হাজার রাকাত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া হতেও উত্তম। [আল্লামা থানভী রহ.]

১৬। দেড় মিনিটে কিভাবে ২৮০ কোটি নেকী লাভ করা যায়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সাঃ) ফরমান, اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اِلٰهًا وَّاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

যে ব্যক্তি এই কালিমা ১০ বার পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ৪ কোটি নেকী দান করবেন, রমজানে ৭০ গুন তাই ৪০,০০,০০০০ X ৭০ = ২৮০ কোটি নেক।

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ইলাহাও ওয়াহিদান আহাদান সামাদান লাম ইয়াত্তাখিজ সাহিবাতাও ওয়ালা ওয়ালাদাও ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। [তারগীর, তাহরীম]

১৭। আধা মিনিটের কোন আমল দ্বারা ৭০ হাজার ফেরেশতা সারা দিন গুনা মাফের দোয়া করতে থাকে?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি সকালে ৩ বার আউজুবিল্লাহিস্ সামীয়িল আলীমি মীনাশ শাইতয়ানির রাজীম পড়ে সূরা হাশরের শেষ ৩টি আয়াত একবার পাঠ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা সারা দিনের জন্য গুনা মাফের দোয়া করার জন্য নিযুক্ত করে দেন এবং ঐ দিন মৃত্যু হলে শহীদ হিসেবে তাকে গণ্য করে নেন। অনুরূপ সন্ধ্যায় পাঠ করলে সারা রাত্রির জন্য নিযুক্ত করে দেন। আর মারা গেলে শহীদি মর্যাদা দার করবেন। [তিরমিজী]

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল্লা হুল্লাজী লা ইলাহা ইল্লাহু, আ'লিমূল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি হুওয়ার রাহমানুর রাহীম। হুওয়াল্লা হুল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লাহ, আল মালিকুল কুদ্দুস সালামুল মু'মিনূল মুহায়মিনূল আজীজুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির। সুবহানাল্লাহি আ'ম্মা ইয়ুশরিকূন। হুওয়াল্লাহুল খালিকুল বারিয়ুল মুছাওবিরু লাহুল আসমাউল হুসনা ইয়ুসাব্বিহু লাহুমা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াহুয়াল আ'জীজুল হাকীম।

১৮। কি নিয়ে ১ ঘণ্টা চিন্তা করলে ৭০ বছর এবাদাতের ছওয়াব হয়?

উত্তর ঃ আল্লাহর কুদরত বা সৃষ্টি নিয়ে ১ ঘণ্টা চিন্তা গবেষণা করলে ৭০ বছর এবাদত করার চেয়েও অতি উত্তম। [ফাযাঃ আ'মাল]

১৯। ১ মিনিটে কিভাবে ৪০ হাজার থেকে ২৮ কোটি নেকী লাভ করা যায়?

উত্তর ঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

উচ্চারণঃ (লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহিদান আহাদান সামাদান লাম ইয়াত্তাখিজ সাহিবাতাও ওয়ালা ওয়ালাদাও ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহ কুফুওয়ান আহাদ) -নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি এ দোয়া ১০ বার পাঠ করবে সে ৪০ হাজার নেকী লাভ করবে। (রমজানে ৭০ গুন, তার ৭০ ×৪০=২৮, ০০,০০০ আটাশ লক্ষ নেকী লাভ করবে।) [ফাযায়েলে আ'মাল]

২০। ৫ মিনিটের কোন আমলে ৮০বছর এবাদত ৮০ বছর এর গুনাহ মাফ হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি জুমার দিন আছর নামাজ পড়ে নিজ জায়গায় থেকে উঠার পূর্বে এ দুরুদ ৮০ বার পড়বে ৮০ বছরের গুনা মাফ ও ৮০ বছরের এবাদতের নেকী লাভ করবে। [তাবারানী কুতনী, ফাযায়েলে দরুদ]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মুহাম্মাদিনিন্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যীওয়াআলা আলিহী ওয়া সাল্লিম তাসলীমা।

২১। ১ সেকেণ্ডে কিভাবে কবুল হজ্বের নেকী লাভ করা যায়?

উত্তর ঃ নেক নজরে তথা স্নেহমমতার দৃষ্টিতে মাতা-পিতার প্রতি তাকালেই কবুল হজ্বের ছাওয়াব পাওয়া যায়। [ইবনে মাজাহ]

২২। ৬ মিটিটে কিভাবে ১লক্ষ ৪০ হাজার নেকী লাভ করা যায়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি সকালে ১০০ বার বিকালে ১০০ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহা-মদিহী পড়বে কিয়ামতের দিন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল নিয়ে আর কেহই আসবে না এবং তাকে ১লক্ষ ৪০ হাজার নেকী দেয়া হবে। প্রত্যহ এ দোয়া পাঠকারী সকল পাপই মিটিয়ে দেয়া হবে। যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। [বুখারী , কাঞ্জুল উম্মাল]

২৩। ১০ সেকেণ্ডে কোন দরুদটি ১ বার পড়লে ৬০ লক্ষ নেকী হয়?

উত্তর ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاتًا دَائِمًا بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লিয়ালা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মাফী ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমান বিদাওয়া মি মুলুকিল্লাহ, এই দরূদটি পাঠ করলে ৬ হাজার হতে ৬ লক্ষ নেকী লাভ হবে। [ফাযায়েলে আমল]

২৪। কোন দিন রোজাদারকে ইফতার করালে সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীকে ইফতার করানোর সমান ছওয়াব পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ আশুরার দিন কোন রোজাদারকে ইফতার বা খানা খাওয়ালে সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীকে ইফতার করালে যে ছাওয়াব হত সে পরিমাণ ছাওয়াব তার আমলনামায় লিখে দেয়া হবে এবং ২ রাকাত নফল নামাজ পড়লে কিয়ামত পর্যন্ত তার কবর, নূরে রৌশনী থাকবে। [আল আযকার]

২৫। কোন জায়গায় গিয়ে ২ রাকাত নামাজ পড়লে প্রতি রাকাতে সোয়া ৩৪ হাজার কোটির চেয়েও বেশী নেকী লাভ করা যায়?

উত্তর ঃ ইলমে দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে ২ রাকাত নামাজ পড়লে প্রতি রাকাতে ৪৯ কোটি রাকাত নামাজ পড়ার নেকি হয়। রমজানে ৭০ গুন বেশি তাই ৪৯,০০০০০০ × ৩৪,৩০০০০০০০০ চৌত্রিশ হাজার ত্রিশ কোটি রাকাত নামাজ পড়ার নেক প্রতি রাকাতে পাওয়া যায়। [কাঞ্জুল উঃ ফাঃ আমাল]

২৬। কোন সময় নিজের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ সদকা করার নেকী হয়?

উত্তর ঃ নামাজ অবস্থায় বান্দা যখন রুকুতে যায়, তখন তার ওজন সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করার ছাওয়াব তাকে দান করা হয় এবং আল্লাহ তা'য়ালার অতি নিকটবর্তী বা প্রিয় পাত্র হয়ে যায়। [ফাযায়েলে আ'মাল]

২৭। কত আয়াত পাঠ করলে ১৭৩ টি উহুদ পাহাড় সমপরিমণ নেকী?

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআনে ১টি আয়াত পড়লেই ১৭৩টি উহুদ পাহাড়ের ওজন সমপরিমাণ নেকী লাভ হয়। উহুদ পাহাড়ের ওজন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেহই বলতে পারে না। [ফাযাঃ আওকাত]

২৮। কোন নামাজে প্রতি অক্ষরে ২৫ থেকে ৪লক্ষ কোটি নেকী হয়?

উত্তর ঃ হাদীস থেকে জানা গেছে যে প্রতি অক্ষরে সর্বনিম্ন নেক ৭০ টি করে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়লে প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে ২৫শত নেক। জুমার মষজিদে প্রতি অক্ষরে ৫০ হাজার নেকী । মসজিদে নববীতে ৫০ লক্ষ নেকী। কাবা শরীফে প্রতি অক্ষরে ১ কোটি নেকী লাভ হয়। রমজানে প্রতি এবাদত ৭০ গুন বেশি কদরের রাতে আরো ৬০ হাজার গুন বেশী। যথা ৭০,০০,০০০ ×৬,০০,০০০=৪২,০০,০০০,০০০ রমজানে কদরে কাবা শরীফে পড়লে প্রতি অক্ষরে ৪ লক্ষ কোটি ২০ হাজার লক্ষকোটি নেকী লাভ হয়। আল্লাহু আকবার। (কাঞ্জুল উম্মাল)

২৯। কোথায় কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ৬০লক্ষ - ৬০কোটি নেক লাভ হয়?

উত্তর ঃ রমজানে কদরের রাত্রিতে প্রতি অক্ষরে কমপক্ষে ৬০ হাজার নেকী। মহল্লার মসজিদে ৬০ ×২৫ =১, ৫০,০০০ দেড় লক্ষ হাজার। জুমার মসজিদে প্রতি অক্ষরে ১'৫,০০,০০০ ×৫০০ গুন বেশি। মসজিদে নববীতে প্রতি অক্ষরে ৫০ হাজার গুন অর্থাৎ, ৫০ × ২১৫০ = ৫০,০০ হাজার গুন বেশি। আর কাবা শরীফে পাঠ করলে প্রতি অক্ষরে ৬০ হাজার গুন থেকে ১ লক্ষ গুন বেশি নেক অর্থাৎ এক লক্ষকে ৬০ দিয়ে গুন করলে হয় ৬০ কোটি গুন বেশি নেক। (কাঞ্জুল উম্মাল)

৩০। কোন কাজ করলে ১ শত শহীদের সমপরিমাণ নেকী লাভ হয়?

উত্তর ঃ পরিত্যক্ত কোন সুন্নতের উপর আমল করলে যথা দস্তরখানায় পড়ে যাওয়া কোন খাদ্যদ্রব্য উঠিয়ে খেলে ইত্যাদি। (মিশকাত)

৩১। কোন ১টি রাতের এবাদত ৮৩ বছর ৪ মাসের এবাদত থেকে উত্তম?

উত্তর ঃ রমজানের ২৭ তারিখের রাত্রির এবাদত ১হাজার মাস/৮৩ বছর ৪ মাসের এবাদত করা হতে ও অতি উত্তম । [সুরা কদর]

৩২। কোন ১টি রোজা ৬০ বছর নফল রোজার ও নফল নামায সমপরিমাণ নেকী?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোজা রাখবে এবং দান খয়রাত করবেসে ৬০ বছর নফল নামাজ ও রোজা সমপরিমাণ নেকী লাভ করবে। (মুসলিম)

৩৩। কোন ৪ রাকাত নামাজ ৯০ বছর ও ৯০ বছরের নেকী লাভ হয় ৯০ বছরের গুনা মাফ হয়?

উত্তর ঃ জমাদিউল আউয়ালের ১ম রাত্রির ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়লে ৯০ বছরের এবদতের নেক ও ৯০ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। [ফাযায়ালে আ'মাল]

৩৪। কোন নমাজে ৫০ বছর আগের ও পরের সমস্ত গুনা মাফ হয়?

উত্তর ঃ আশুরার দিন সূরা ফাতিহা পড়ে সূরা কুলহুড়য়াল্লাহু ৫০বার করে পড়ে ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়লে ৫০বছরের আগের ও পরের সমস্ত গুনা মাফ হয় (আনীছুল আরওয়া)

৩৫। কোন সময় দরুদ পড়লে ৩ শত বছরের গুনা মাফ হয়ে যায়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর ২০০ বার দুরুদ পড়বে আল্লাহ তাকে ২০০ বছরে গুনা মাফ করবেন। [কানজুল উম্মাল]

৩৬। ঘুমের সময় কি করলে সারারাত তাহাজ্জুদ পড়ার নেকী হয়?

উত্তর ঃ এশার নামাজ জামাতে পড়ে ঘুমানোর পূর্বে তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়তে ঘুমালে সারারাত্র ঘুমায়েও তাহাজ্জুদ পড়ার নেকী আমলনামায় লেখা হয়। (তারগীব)

৩৭। কোন মাটি হাশরের দিন মিজানের পাল্লাকে নেকে ভারী করবে?

উত্তর ঃ প্রস্রাব পায়খানায় ব্যবহৃত ঢিলা কুলুফের মাটিগুলো কিয়ামতের দিন মিজানের পাল্লাকে নেকে ওজনে ভারী করবে। (ফাযায়েলে আমল)

৩৮। কার সাথে নামাজ পড়লে দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল কিছু আল্লাহর রাস্তায় দান করার চেয়েও অধিক নেক লাভ করা যায়?

উত্তর ঃ জামাতে তাকবীরে উলার সাথে ইমামের পেছনে নামাজ পড়লে প্রতি ওয়াক্তের তাকবীরে উলার জন্য আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে সকল কিছু আল্লাহর রাস্তায় সদকা করার চেয়েও নেক আমলনামায় লেখা হয়। (ফাযায়েলে আমল)

৩৯। কোন দিনের ১টি রোজা ১২ হাজার বছরের রোজা হতেও উত্তম?

উত্তর ঃ জিলহজ্বের রোজা ১২ হাজার বছরের নফল রোজা হতে উত্তম। (হাঃ ইবাঃ)

৪০। কোন রাতের ৪ রাকাত নামাজ ১লক্ষ নেকী ১লক্ষ গুনা মাফ হয়?ঃ

উত্তর ঃ জমাদিউসসানী মাসের ১ম রাতের ৪রাকাত নফল নামাজ পড়লে ১ লক্ষ নেকী লাভ ও ১ লক্ষ গুনা মাফ হয়ে যায়। [আনীছুল আরওয়া]

৪১। কোন রাতে ১২ রাকাত নামাজ '১২ হাজার শহীদের সমপরিমাণ নেকি?

উত্তর ঃ শাবান মাসের ১ম তারিখের রাতের ১২ রাকাত নফল নামাজ পড়লে ১২ হাজার শহীদের সমান নেক এবং ১২ হাজার বছর একনিষ্ঠ এবাদাতের নেক এবং পূর্বের সমস্ত গুনা মাফ করে নিষ্পাপ শিশুর মত ঘোষণা করা হয়। [ফাযায়েলে আওঃ]

৪২। কোন দিনের ১ টি রোজা ১ বছরের আগের ও পরের গুনাহ মাফ হয়?

উত্তর ঃ রজব মাসের ২৭ তারিখের ১২ রাকাত নফল নামাজ ও দিন ১টি রোজা রাখলে

অগণিত নেকী লাভ হয়। ১, ২, ৩ রজব রোজা রাখলে ১০০ বছরের রোজা রাখার ও এবাদত বন্দেগীর ছাওয়াব হয় এবং ৮ জিলহজ্ব মাসের রোজা ১ বছর আগের ও পরের গুনা মাফ হয়ে যায়। [তিরমিজী, ইবনে মাজা]

৪৩। কোন ২ রাকাত নামাজ পড়লে কিয়ামত পর্যন্ত নেক লেখায়?

উত্তর ঃ রমজান মাসে প্রত্যহ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস দিয়ে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়লে প্রতি রাকাতের জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা করে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ নামাজীর জন্য নেক লিখতে থাকে। (হাঃ ইবাঃ)

৪৪। কোন দিনের প্রতি কদমে ১ হাজার নেকী পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ ঈদুল আযহার নামাজ পড়ে ফিরে আসার সময় পতি কদমে ১ হাজার নেকী আমল নামায় লেখা হয়। জুমার দিন গোসল করে ১ম ওয়াক্ত উপস্থিত হয়ে খুতবা পেলে তার ও প্রতি কদমে ১ বছর রোজা ও রাত্রি জেগে নামাজ পড়ার ছাওয়াব পাবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

৪৫। কোন ১টি রোজা ২শত বছর জিহাদ ও ১শত উট কুরবাণীর নেক পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ জিলহজ্বের ১লা তারিখের রোজার নেক ২০০ বছর জিহাদ করার ও ১০০ উট আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করার ছাওয়াব পাওয়া যায়। [হাকীঃ ইবাঃ]

৪৬। কোন দোয়া পাঠকারীকে আল্লাহ মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন?

سُبْحَانَ الْاَبَدِيِّ الْاَبَدِ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمَدِ
سُبْحَانَ رَافِعِ السَّمَاءِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ـ سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْاَرْضَ عَلٰى مَاءٍ
جَمَدٍ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ فَاَحْصَاهُمْ عَدَدَ سُبْحَانَ مَنْ قَسَّمَ الرِّزْقَ وَلَمْ
يَنْسَ اَحَدٌ سُبْحَانَ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا سُبْحَانَ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

উচ্চারণ সুবাহানাল আবাদিয়্যাল আবাদ, সুবহানাল ওয়াহিদিল আহাদ, সুবহানাল ফারদিস সামাদ, সুবহানা রাফিয়্যিস সামা-ই -বিগাইর আমাদনি, সুবহানা মাম বাসাতাল আরদা আলা মা-ইন জামাদ, সুবহানা মান খালাকাল খালফা ফানোহছাহুম আদাদা সুবহানা মান কাস সামার রিযকা ওয়ালাম ইয়ানসা আহাদুন সুবহা-নাল্লাজী লাম ইয়াত্তাখিজ সাহিবাতাও ওয়ালা ওয়ালাদা, সুবহানাল্লাজি লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, আমি আল্লাহ তা'য়ালাকে ৯৯ বার স্বপ্নে দেখে মনে মনে ভাবলাম শততম বার দেখলে জিজ্ঞেস করব। কি কাজ করলে মানুষ কিয়ামতের দিন আপনার আজাব থেকে মুক্তি পাবে? অতঃপর ১০০ তম বার স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, হে প্রভু? কি আমল করলে কিয়ামতের দিন মুসলমান বান্দারা আজাব থেকে নাজাত পাবে? জবাবে আল্লাহ বললেন যে ব্যক্তি সকাল বিকাল ঐ তাসবীহ পাঠ করবে সে আমার আজাব থেকে মুক্তি পাবে। [সিরাতুন নোমান)

৪৭। কোন মাসে ১টি রোজা রাখলে ১শত বছরের নেকী লাভ হয়?

উত্তর ঃ রজব মাসের ২৭ তারিখের রোজা ১০০ বছরের রোজা রাখার ও ১০০ বছর জেগে এবাদত করার সমান ছাওয়াব এবং ১ম তারিখের ১টি রোজা ৩টি দিনে রোজা ২ বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। [মুসলিম]

৪৮। রোগীকে দেখলে ৭০ হাজার ফেরেশতা সকাল সন্ধ্যায় দোয়া করে?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, কোন মুসলমান রোগীকে সকালে দেখতে গেলে সারাদিনের জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত গুনা মাফের দোয়া করতে থাকে ও জান্নাতে ১টি বাগানের মালিক হয়ে যায়। [তিরমিজী, মুসলিম]

৪৯। কোন মাসে ১টি রোজা ১ বছরের রোজা ও ১টি রাতের এবাদত শবে কদরে এবাদতের সমপরিমাণ নেকী লাভ করা যায়?

উত্তর ঃ জিলহজ্ব মাসের ১-৯তারিখ পর্যন্ত রাতের নেক ১, ১ টি শবে কদরে সমপরিমাণ আর ঐ রাত্রিতে সূরা সিজদা, মূলক পড়ার দ্বারা ১ ১টি শব্দ দ্বারাই সমপরিমাণ ছাওয়াব লাভ হবে। [তাফঃমাঃ কুরআন, তিরমিযী, ইবনে মাজা]

৫০। কোন দোয়া পড়লে ৪০ বছরের গুনা মাফ হয়ে যায়?

উত্তর ঃ রমজানের ২৬ তারিখের সূর্যাস্তের পর সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহ ওালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ৪০ বার পাঠ করলে ৪০ বছরের সগীরা গুনা মাফ ও শবে কদরের নিয়তে সন্ধ্যায় গোসল করলে সমস্ত গুনা মাফ হয়। [হাকীকতে এবাদত]

৫১। কোন সময় রোজা রাখলে ২ হাজার বছরের এবাদত ও ১ বছরের আগের ও পরের গুনাহ মাফ হায়ে যায়?

উত্তর ঃ জিলক্বদ ও জিলহজ্ব মাসের এবাদতের অগণিত নেক। জিলহজের ১ম রাত্রির ৪ রাকাত নফল নামাজের অগণিত নেক। ১টি রোজা ১টি মকবুল হজ্বের নেক। ৯ জিলহজ্ব ১টি রোজা ও ১২ রাকাত নফল নামাজ ও অন্যান্য এবাদত করলে ১ বজর পরের ও আগের সমস্ত গুনা মাফ হয়ে যায়। ১লা জিলহজ্বের ১টি রোজা ১হাজার বছর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের নেক। ৯ জিলহজ্ব পর্যন্ত রোজা রাখা উত্তম। ৯ জিলহজ্ব ফজর হতে ১৩ জিলহজ্ব আছর পর্যন্ত নামাজের পরই উঁচু আওয়াজে ১বার তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। **[মুসলিম, শুয়াবুল ঈমান)**

৫২। কোন ২ রাকাত নামাজ ৭০ হাজার ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত নেক লিখবে?

উত্তর ঃ রমজানে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়লে আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতাকে কিয়ামত পর্যন্ত ছাওয়াব লিখার জন্য প্রেরণ করেন। [আনীছুল আরওয়া]

৫৩। কোন রোজা রাখলে ৭০ হাজার হজ্বের ও ৭০ হাজার রোজার নেক?

উত্তর ঃ রমাজানে কাবা শরীফে রোজা রাখলে ৭০ হাজার হজ্বের নেক ও মদীনায় রোজা রাখলে ৭০ হাজার রমজানের রোজার নেক। [আনঃ আরয়া]

৫৪। কোন দরুদ পড়লে ৮০ বছর পর্যন্ত কবরের আযাব বন্ধ থাকে?

উত্তর ঃ যে দুরুদ শরীফ ১ বার পড়লে যাবতীয় গুনা মাফ হয়ে যায় এবং যে কোন কবরে ৩ বার পাঠ করলে ৮০ বছর পর্যন্ত ঐ কবরের আজাব বন্ধ হয়ে যায়। ২০ বার পড়ে মাতা -পিতার রূহে বখশিয়া দিলে মাতা-পিতার দাবী পূরণ হয় এবং ১হাজার ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত তার মাতা-পিতার কবর জিয়ারত করতে থাকে। হাজারী দরুদটি এই

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ .... يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সল্লি'য়ালা মুহাম্মমাদিম মাদামাতিছ সামা ওয়াতু ওয়া সাল্লি'য়ালা মুহাম্মাদিম মাদামাতির রাহমাতু , ওয়া সাল্লিয়ালা মুহাম্মাদিম মা দামাতিল রাকাবাতু, ওয়া সাল্লি'য়ালা রুহি মুহাম্মাদিন ফিল আর ওয়াহি, ওয়া সাল্লিয়ালা সূরাতি মুহাম্মাদিন ফীল সূরী ওয়া

সাল্লি'য়ালা ইসমি মুহাম্মাদিন ফিল আছমায়ি ওয়া সাল্লিয়ালা নাফছি মাহাম্মাদিন ফিননুফুছী ওয়া সাল্লি'য়ালা নূরী মুহাম্মাদিন ফিননূরী, ওয়া সাল্লিয়ালা কালবি মুহাম্মাদিন ফিল কূলুবী, ওা সাল্লি'য়ালা তুরবাতি মুহাম্মাদিন ফিত্তুরাবি ওয়া সাল্লাল্লাহু আ'লা খাইরি খালকিহী সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিনও ওয়া য়া'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন। [ফাঃ অজিফা]

৫৫। কোন সময় কোন জায়গায় ১টি অক্ষর পাঠ করলে ৭০ লক্ষ নেকী লাভ করা কুরআন খতম করলে ১৮ কোটি নেকী লাভ হয়?

উত্তর ঃ রমজান মাসে প্রতিটি আমলের ৭০ গুণ নেক বেশি তাই এ মাসে তিলাওয়াত করলে প্রতি অক্ষরে ৭০ নেকী। আর কুরআন শরীফ পাঠ করলে প্রতি অক্ষরে ৭০ লক্ষ নেকী। আর কাবা শরীফে পূর্ণ কুরআন খতম করলে (২৩ খরব ৮৫ আরব) ১৮কোটি নেকী পাওয়া যাবে। [কাঃ উম্মাল]

৫৬। কি করলে ১০০ হজ্ব ও ১০০ ঘোড়া ও গোলাম আজাদের নেক অর্জন হয়?

উত্তর ঃ সকাল ও সন্ধ্যায় ১০০ বার سُبْحَانَ اللّٰه (সুবহানাল্লাহ) পড়লে ১০০ হজ্বের নেক, ১০০ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰه (আল হামদুল্লিাহ) পড়লে ১০০ ঘোড়া জিহাদের জন্য সদকা করার নেক, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ) ১০০ বার পড়লে ১০০ গোলাম আজাদের নেক, ১০০ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) পড়লে ঐ দিন তার চেয়ে বেশি নেককারী একমাত্র সেই ব্যক্তিই [মুসনাদে আহমদ , ইবনে মাজা, নাছায়ী, কুবরা, তাবারানী, মোস্তাদরাক হাকীম]

৫৭। কোন মাসে ১ম দশকে ১টি অক্ষরে ৭০০ নেকী এবং প্রতিটি রোজ ১বছর রোজার সমান প্রতি রাতের এবাদত শবে কদরের এবাদতের সমান?

উত্তর ঃ জিলহজ্ব মাসের ১ম দশক কুরআন তিলাওয়াত প্রতি অক্ষরের নেক ৭০০ সাত শত গুন এবং প্রতিটি রোজার নেক ১ বছরের রোজার সমান প্রতি রাতের এবাদতের নেক শবে কদরের সমান ছাওয়াব। সূরা মুলক, সিজদাথ, ইয়াসীন পড়ার দ্বারা শবে কদরের রাতের সমপরিমাণ নেকী লাভ হবে। [বায়হাকী, কাঞ্জুল উঃ)

৫৮। কোন সময় ৬০ হাজার ফেরেশতা ইস্তেগফার করতে থাকে?

উত্তর ঃ পবিত্র কোরআনের খতম আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত ৬০ হাজার ফেরেশতা ইস্তেগফার অর্থাৎ, পাঠকারীর জন্য গুনাহ মাফের দোয়া করতেই থাকে।

৫৯। কিয়ামত পর্যন্ত কোন ব্যক্তির নেকী লেখা হতে থাকে?

উত্তর ঃ কোরআনের ১টি আয়াত/বিষয় কাউকে শিক্ষা দিলে ঐ ব্যক্তির নেক কিয়ামত পর্যন্ত আমলনামায় লেখা হতে থাকবে। [কাঃ উম্মাল]

৬০। কত আয়াত শিখলে এক হাজার রাকাত নামাজের নেক হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, এবং পবিত্র কোরআনের ১টি আয়াত শিক্ষা করা ১ শত রাকাত নফল নামাজ পড়ার নেকী আর ইলমের ১টি অধ্যায় শিক্ষা করা ১ হাজার রাকাত নফলের চেয়েও উত্তম। [ইবনে মাজাহ]

৬১। এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে খানাপিনা করালে কি লাভ হয়?

উত্তর ঃ এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে তৃপ্তি সহকারে খানাপিনা করালে জাহান্না ১০০ বছরের রাস্তার সমান ম দূরে সরে যায়। [কাঞ্জুল উম্মাল]

৬২। কোন সময় শিশু বিসমিল্লাহ পড়লে তার মাতা-পিতা ও উস্তাদকে জাহান্নাম থেকে নাজাতের সনদ আল্লাহপাক লিখে দেন?

উত্তর ঃ উস্তাদ যখন শিশুদেরকে বলেন, পড় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আর শিশুরা যখন তা পড়ে তখন আল্লাহ তা'য়ালা ঐ শিশু ও তার উস্তাদ মাতাপিতার জন্য জাহান্নাম থেকে নাজাতের সনদ লিখে দেন। [মুসনাদে, ফিরদাউস]

৬৩। আল্লাহ তা'য়ালা কাদের নিকট থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনেন এবং কাদের দিকে তাকালে তার রাগ দূর হয়ে সন্তুষ্টিতে পরিণত হয়?

উত্তর ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন শুনার জন্য নিরব হন এবং আহলে কুরআন অর্থাৎ হাফেজদের থেকে শ্রবণ করেন। নবী করীম (সা.) ফরমান, আল্লাহ তা'য়ালা যখন রাগন্বিত হন ফিরেশতারা তখন কথা আনুগত্যের প্রকাশ করতে থাকে এবং আল্লাহ তা'য়ালা যখন কুরআনে হাফেজদের দিকে তাকান তখন তার সে রাগ দূরিভূত হয়ে রাজী খুশিতে পরিবর্তন হয়ে যায়। [কাঞ্জুল উম্মাল]

৬৪। সন্তানওয়ালা ব্যক্তি আর সন্তানবিহীন ব্যক্তি এবাদতে কি পার্থক্য?

উত্তর ঃ সন্তানওয়ালা ব্যক্তি ২ রাকাত নামাজ আর সন্তানবীহিন ব্যক্তি ৭০- ৮২ রাকাত নামাজের সমান।

৬৫। অযূর কী ফযীলত?

উত্তরঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, অযূ ঈমানের অর্ধাংশ। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে আমলের পাল্লাকে নেক দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেয়া হয়। سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী স্থানকে নেক দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেয়হয়।

তিনি আরো বলেন, যে পর্যন্ত মোমিনের অজুর পানি পৌছবে, কিয়ামতের দিন সে পর্যন্ত তাহাকে অলংকার পরানো হবে। [মুসলিম]

তিনি আরো ফরমান, উত্তমরূপে অযূ করলে শরীরে কোন গুনাই থাকতে পারে না। এবং আগের ও পিছনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

তিনি আরো ফরমান, অযূর মধ্যে ২ বার অঙ্গ ধুইলে দ্বিগুণ নেক আর ৩ বার ধুইলে নবীদের অযূর মত অযূ হলো। তিনি আরও ফরমান উত্তমরূপে অজু করে খুশুখুজুর সঙ্গে নামাজ পড়লে সন্তান ভুমিষ্টের সময় যেমন নিষ্পাপ, ঠিক তেমন নিষ্পাপ হয়ে যায়। [মুসলিম]

৬৬। কোন রাতে ইবাদত করলে ১০০-২৭ হাজার বছরের নেকী হয়?

উত্তর ঃ শবে কদরের রাত্রিতে এবাদত বন্দেগী করলে ১০০ বছর হতে ২৭ হাজার বছরের নেকী লাভ হয়। [বুখারী ও মুসলিম]

৬৭। কোন কোন রোজা অতীত ও আগামী বছরের গুনাহের কাফফারা হয়?

উত্তর ঃ ৯ জিলহজ্বের রোজা অতীতের ১ বছর ও আগামী ১ বছরের গুনার কাফফারা এবং আশুরার রোজা অতীত ১বছরের গুনার কাফফারা এবং আরাফার রোজা ২ বছরের গুনার কাফফারা এবং ৮ জিলহজ্বের রোজা ১ বছরের গুনার কাফফারা এবং আল্লাহর জন্য ১টি রোজা ৭ বছর জাহান্নাম দূরত্ব হয়। [বুখারী ও মুসলিম]

৬৮। মোয়াজ্জিন হলে কি লাভ হয়?

উত্তর ঃ মুয়াজ্জিনের আজানের আওয়াজ যত বেশি বড় করবে তত বেশি তার গুনা মাফ হবে। আর যত দূর পর্যন্ত আওয়াজ পৌছবে ততদূর পর্যন্ত সকল সৃষ্টিকুলই তার জন্য গুনা

মাফের দোয়া করতে থাকে এবং কিয়ামতের দিন তার পক্ষের সাক্ষী দিবে। সমস্ত নামাজীদের সমপরিমাণ নেক তাকে দেয়া হবে। [বুখারী]

৬৯। পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকুলের নেকের সমপরিমাণ লাভের আমল কি?

উত্তর ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) ফরমান, যে আবু বকর, সে এমন এক ব্যক্তি যে একাই প্রতিদিন পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকুলের নেকীর সমপরিমাণ নেক করিয়া থাকে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। এটা কিভাবে? নবী করীম (সা.) বললেন যে, সকালে বিকালে যখনই উঠে, তখনই আমার উপর এ দুরুদ পড়ে, যার নেক পৃথিবীতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের দরুদ পড়ার সমপরিমাণ নেকী। [দারকুতনী,ইবনে মাজা]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ نَبِيِّ كَمَا يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি'আলা মুহাম্মাদি নিন্না বিয়্যি আদাদামান ছাল্লা আলাইহি মান খালকিকা ছাল্লিআলা মাহাম্মাদিন নাবিয়্যিন 'কামা ইয়াম বাগী লানা আন নুসাল্লিয়া আ'লাইহি, ওয়া সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদ নিন্নাবিয়্যি কামা আমার তানা আননূসাল্লিয়া আলাইহি।

৭০। কোন গোসলের পানি বিন্দুর পরিবর্তে ৭০০ রাকাত নামাজের নেকী?

উত্তর ঃ শবে কদরের রাতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে গোসল করলে প্রতিটি পানির ফোটার পরিবর্তে ৭০০ রাকাত নফল নামাজের নেকী হয়। [হাকীঃ ইবাদাত]

৭১। কোনদিন মা-বাবার কবর জিয়ারত করলে গুনা মাফ হয়ে যায়?

উত্তর ঃ জুমার দিন মা-বাবা কোন একজনের কবর জিয়ারত করলে তাক গুনা মাফের ও নেককারের ঘোষণা করা হয়। [হাকীঃ ইবাদত]

৭২। কোন ব্যক্তির জন্য দোজখ হারাম হয়ে যায়?

উত্তর ঃ যে ঈমানদার আল্লাহর ভয়ে চক্ষু থেকে মাছির মস্তকের পরিমাণ ক্ষুদ্র পানি বিন্দু বাহির হবে আল্লাহ ঐ বক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। [মুসলিম]

৭৩। কোন দান কোন সময় সর্বোত্তম?

উত্তর ঃ সুস্থ্য অবস্থায় ১ দেরহাম দান মুমূর্ষ অবস্থায় ১০০ দেরহাম দান করার সমতুল্য। আর ক্ষুধার্তের অন্তরকে সন্তুষ্ট করা সর্বোত্তম দান। আল্লাহর রাস্তায় দানের মধ্যে পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করা সর্বোত্তম দান এবং পরশীকে দেয়ার জন্য গোস্ত রান্নার সময় তরকারীতে ঝোল একটু বেশি দাও। বৃক্ষরোপণ ও শস্যরোপণ করলে সদকায়ে জারিয়া। গোলাম বাদীকে দৈনিক ৭০ বার ক্ষমা কর। [মুসলিম]

৭৪। মুসলমানদের সর্বোত্তম ও সর্বনিম্ম ঘর কোনটি?

উত্তর ঃ যে ঘরে এতিম বাস করে ও এতিমদের প্রতি ইহসান করা হয় সে ঘরই সর্বোত্তম। আর যেই ঘরে এতিম বাস করে এবং তার প্রতি ইহসান করা হয় না সে ঘরই সর্বনিকৃষ্ট এবং বিধবা গরীবের প্রতি ইহসান কারী সারা বছর রোজাকারীর সমান এবং যেই মজলিশে এতিম রয়েছে। সেই মজলিশই সর্বোত্তম। [মুসলিম]

৭৫। কাকে খানা খাওয়ালে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি খানাপিনায় এতিমকে শরীক করাল এবং এতিমকে কোন আশ্রয় প্রদান করল সেই ব্যক্তির জন্যই জান্নাত ওয়াজিব এতিমের মাথায় হাত বুলানেওয়ালা ব্যক্তি নবীদের পাশের স্থানেই জান্নাতী হবে। [মুসলিম]

৭৬। কাকে ১বার দেখলে ১ বছরের নামাজ ১ বছর রোজার নেক হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, আমি আমার উম্মত অপেক্ষা যত বড়, একজন আলেম সাধারণ আবেদ অপেক্ষা তত বড়। তিনি আরো ফরমান, নামাজ রোজার সাথে ১ বছর ইবাদত করা হতে, একজন আলেমের প্রতি একবার নজর করা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট অধিক পছন্দনীয়। [তিরমিযি]

৭৭। কোন মজলিসে একটু বসা ৬০ বছরের ইবাদত হতে উত্তম?

উত্তর ঃ ১ ঘণ্টা দ্বীন শিক্ষার চর্চা সারারাত্রির ইবাদত হতে উত্তম। [ইবনে মাজাহ]

৭৮। কয়টি হাদীস মুখস্থ করলে নবী (সা.) তার জন্য সুপারিশ করবেন?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি ৪০ টি হাদীস মুখস্ত করবে সে ফকীহ হিসেবে গণ্য হবে এবং কিয়ামতের দিন নবী করীম (সা.) তার জন্য সুপারিশ করবেন। [কা উঃ]

৭৯। সকালবেলা কি করলে ১০০ রাকাতের বেশি নেকী হয়?

উত্তর ঃ সকালে উঠে ইলমে দ্বীনের ২টি অধ্যায় শিক্ষা করলে ১০ রাকাত নামাজ থেকেও বেশী নেকী লাভ হবে এবং একজনের পক্ষে এলেমের ১টি অধ্যায় শিখা দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হতেও উত্তম। [এহইয়াউল উলুম]

৮০। কোন মজলিসে বসলে ১ হাজার রাকাত নামাজ থেকেও উত্তম?

উত্তম ঃ আলেমের মজলিশে কিছুক্ষণ সময় বসলে ১ হাজার রাকাত নফল নামাজ ১ হাজার রোগীকে দেখার এবং ১ হাজার জানাজায় শরীক হওয়া থেকে অধিক নেকী। [এহইয়াহউল উলুম]

৮১। কোন ১ টি কথা শিখলে সারারাত জাগিয়া ইবাদত হতেও উত্তম?

উত্তর ঃ হযরত আবু দারদা (রা.) বলেছেন ১টি মাসয়ালা শিখা সারারাত জেগে ইবাদত বন্দেগী করা হতে ও উত্তম। (ইবনে মাজাহ)

৮২। যার কথায় কোন লোক হিদায়েত হলে তার কি লাভ?

উত্তর ঃ যার কথা দ্বারা কোন লোক হিদায়েত প্রাপ্ত হলে ঐ দাওয়াতকারীর জন্য কাজটি হবে দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা অতি উত্তম আমল এবং দাওয়াতকারীর আমলনামায় হিদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ নেক লেখা হতেই থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। [এহইয়াউল উলুম]

৮৩। কোন কালেমা পাঠ করলে গুনা মাফ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর আরশ নড়াচড়া করতে থাকে?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, আরশের সম্মুখে ১টি নূরের খুটি রয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি কালেমা তায়্যিবাহ পাঠ করে তখনই এ খুটি হেলতে দুলতে থাকে। তখন আল্লহ তা'য়ালা বলেন, এ খুটি স্থির হও। খুটি উত্তরে বলেন, আমি কেমন করে স্থির হব। অথচ তখন পর্যন্ত কালিমা পড়নে ওয়ালার গুনাহ মাফ হয় নাই। তখন আল্লাহপাক বলেন, আচ্ছা আমি তার সমস্ত গুনা মাফ করে দিলাম। তখন সেই খুটি স্থির হয়ে যায়। [ফাযায়েলে আমাল]

৮৪। কোন ব্যক্তিকে ৭০ জন শহীদের নেকী দেয়া হবে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি ইলমের একটি অধ্যায় শিখল এবং অন্যেকে শিখাল তার আমলনামায় ৭০ জন শহীদের নেকী দেয়া হবে। [ইয়াহ উল উলুম]

৮৫। কোন একটি কথা অন্যকে শিক্ষা দিলে ১বছর নেকী হবে?

উত্তর ঃ কোন ঈমানদার ব্যক্তি একমাত্র নেকী জেনে দ্বীনের ১টি কথা অন্য ভাইকে শিক্ষা দিলে ১বছর ইবাদতের নেকী লাভ করবে। এহইয়া উল উলুম]

৮৬। টাকা দান না করেও কিভাবে দান করার নেক পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ কেউ কোন গরিব লোককে কর্জ দিয়ে কর্জ পরিশোধে আপারগ হলে পরিশোধের জন্য যতদিন সময় দেয়া হবে প্রতিদিনই সেই পরিমাণ টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করার মত ছাওয়াব লাভ করবে। [এহইয়া উল উলূম]

৮৭। আল্লাহর সাথে ঝগড়া করা হয় কিভাবে?

উত্তর নবী করীম (সা.) ফরমান যে ব্যক্তি প্রতিবেশিকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে পরশীর সাথে ঝগড়া করে সে আমার সাথে ঝগড়া করল। আর যে আমার সাথে ঝগড়া করল সে আল্লাহর সাথে ঝগড়া করল। [কাঞ্জুল উম্মাল]

৮৮। কোন ব্যক্তিকে ১ ঘণ্টা সহযোগিতা করলে ২ মাস ইতেকাফের নেক পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ এক মুসলমান অন্য কোন মুসলমানদের কোন কাজে ১ ঘণ্টা সহযোগিতা করলে ২ মাস ইতেকাফ করার চেয়েও অধিক ছাওয়াব পাওয়া যায়। [ফাযায়েলে আমাল]

৮৯। জ্বর হলে কি লাভ হয়?

উত্তর ঃ জ্বর হলে মানুষের গুনাকে এমনভাবে দূর করে ফেলে যেভাবে বৃক্ষ শীতকালে পাতাকে ঝড়ে ফেলে। [মুসলিম]

৯০। সকল কাজ কোন দিক থেকে আরম্ভ করলে ১০০ শহীদের নেক পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ একটি পরিত্যক্ত সুন্নতের উপর আমল করা ১০০ শত শহীদের নেক এবং সকল কাজই ডানদিক থেকে শুরু করা সুন্নত। বস্তুত ডানদিক থেকে সকল কাজ আরম্ভ করা একটি অবহেলিত সুন্নাতের উপর আমল করা। তাই ডানদিক থেকে কাজ আরম্ভ করা ১০০ শহীদের ছাওয়াব লাভ করা । [ইবনে মাজাহ]

৯১। কতবার কালেমা পাঠ করলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা) ফরমান, যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে কালেমা পড়বে নিশ্চয়ই সে জান্নাতী। [ফাযাঃ আমল]

৯২। ইখলাছের সহিত কি পড়লে জান্না হইবে?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে কালেমা পড়বে নিশ্চয়ই সে জান্নাতী [ফাযায়ালে আমল]

৯৩। কোন কালেমা মৃত্যুর সময় পড়লে জান্নাতি আর সুস্থ্যবস্থায় পড়লে সমস্ত গুনা মাফ হয়ে যায়?

উত্তর ঃ নবী করীম (স.) ফরমান, মৃত্যু কালীন সময়ে এ কালেমা পড়লে সে ব্যক্তি জান্নাতী আর জীবদ্দশায় পড়লে সমস্ত গুনা মাফ হয়ে যায়। [ফাযায়েলে আমাল]

৯৪। কোন ১টি রোজার নেক ৬ হাজার রাকাতের অধিক নেক?

উত্তর ঃ রমজানের ১টি রোজাকে ৬ ছয় হাজার রাকাতের অধিক নামাজের ছাওয়াব পাওয়া যায়। [আহমদ, ফাযায়েলে নামাজ]

৯৫। কোন ব্যক্তি জান্নাতী?

উত্তর ঃ কোনো অমুসলমান ব্যক্তি যদি কালেমা তায়্যিবা পড়ে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে সে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।

৯৬। কোন গাছের ছায়া ৭০ বছরেও অতিক্রম করা যায় না?

উত্তর ঃ কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর কুদরতের কথা স্মরণ করে سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ

لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ কোন একটি কালেমার জিকির একবার পাঠ করে তবে তার প্রতিদান জান্নাতে একটি ফলের বৃক্ষ রোপণ হয়ে যায়। আর ঐ বৃক্ষের ছায়াকে যুদ্ধের একটি তেজী ঘোড়া ৭০ বছরেও অতিক্রম করতে পারে না। [ফাযায়েলে আমল]

৯৭। কোন কালেমা পাঠকের পাপ মুছিয়া নেক লেখার নির্দেশ দেয়?

উত্তর ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠকারীর আমলনামা হতে পাপ মুছে এর পরিবর্তে নেক লেখার নির্দেশ দেয়া হয়। [ফাযায়েলে আমল]

৯৮। কোন কালেমা পাঠ করলে কিয়ামতের দিন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি কালেমা তায়্যিবাহ পাঠ করবে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি পূর্ণিমা চাঁদের মত তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ১০০ বার পাঠ করলে উজ্জ্বল চেহারার উঠার নিশ্চয়তা রয়েছে। [ফাযায়েলে আমাল]

৯৯। কোন কালেমার ওজন ৯৯ দপ্তর হতেও ভারী হবে?

উত্তর ঃ হাশরের দিন কালেমা শাহাদাতের ওজন ৯৯ দপ্তরের ওজন হতেও ভারী হবে। এমনকি আসমান জমীন যাহা কিছু আছে সমস্ত কিছু ও যদি রাখা হয় তবুও কালিমা শাহাদাতের ওজনই ভারী হবে। [ফাযায়েলে আমল]

১০০। কোন কালেমা মৃত্যুর সময় পড়লে জান্নাত ওয়াজিব হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যেই ব্যক্তি মৃত্যুকালে কালেমা তায়্যিবাহ পাঠ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় এবং সুস্থবানরা পড়লে উহা দ্বারা জান্নাতকে ওয়াজিব করার জন্য আরও বেশি উপযুক্ত হবে। [ফাযায়েলে আমল]

১০১। অযু শেষে কোন কালেমা পড়েলে জান্নাতী হইবে?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যাক্তি পরিপূর্ণভাবে অযু করা শেষে কালেমা শাহাদাত পাঠ করবে তার জন্য বেহেশতের ৮টি দরজা খুলে যাবে সে যে দরজায় ইচ্ছায় প্রবেশ করতে পারেব। [ফযায়ালে আমাল]

১০২। মৃত্যুর সময়ে কোন কালেমা পড়লে যাবাতীয় গুনাহ মাফ হয়?

উত্তর ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) [কালেমার আমাল]

১০৩। কোন কালেমা বড় এবং পাঠকারীর গুনা মাফ করিয়ে ছাড়ে?

উত্তর ঃ নবী করীম (সাঃ) ফরমান لا اله الا الله হতে বড় কোন আমল হতে পারে না। এবং এটা পাঠকারীর গুনাহকে মাফ না করিয়ে ছাড়ে না।

১০৪। ঈমানের কত শাখা ও সর্বোত্তম শাখা কোনটি?

উত্তর ঃ ঈমানের ৭০/৭৭ টি শাখা, তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম শাখা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়া।

১০৫। কোন কোন কাজে দানের ছওয়াব হয়?

উত্তর ঃ মানুষের ভাল কথা বলার দ্বারাও দানের নেক হয়। নামাজের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপও দানের নেকী পাওয়া যায়। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করাও দানের নেক। আত্মীয়কে দান করা ডাবল নেক (১) আত্মীয়ের নেক (২) দানের নেক। পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করা সর্বাত্তম নেক। [বুখারি ও মুসলিম]

১০৬। কোন জিকির করলে পড়ার সমপরিমাণ স্বর্ণ সদকা করার নেকী লাভ হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ সুবাহানাল্লাহি ওয়াবি

হামদিহী বেশি পাঠ কর। কেননা উহা আল্লাহর নিকট পড়ার পরিমাণ স্বর্ণ খরচ করার চেয়েও পছন্দনীয়। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কালাম ৪টি।

سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহ আলহামদুল্লিাহ ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।

[ফাযায়ালে আমাল]

১০৭। কোন তাছবীহ ১০ বার পড়লে ১৫০ বার হয়ে দেড় হাজার বার হয়ে ২৫০০ বার পড়ার নেকী লাভ হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান سُبْحَانَ اللّٰهِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ নামাজের পর ১০ বার পড়লে ১৫০ বার হয়। যার নেক ১০ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ শত নেকী হবে। ২য় শোয়ার সময় سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৪ বার মোট ১০০ বারে ১ হাজার নেকী হয়ে রাত্র দিনে ২৫০০ দুই হাজার পাঁচশত নেকী হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন سُبْحَانَ اللّٰهِ ১০০ বার পড়লে ১ হাজার নেকী হয়ে যায়। এ কালেমা গুলো কিয়ামতের দিন আগে আগে চলিবে এবং সুপারিশ করে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে এবং পিছনে পিছনে থাকবে এগুলো আসমান ও জমীনের পুঞ্জি বলা হয়। [আবু দাউদ তারগীব]

১০৮। কার সাথে কিছু সময় বসলে ১০০ বছরের নেকী লাভ হয়?

উত্তর ঃ হাক্কানী আলেম উলামা পীর মাশায়েখ আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে অল্প কিছু সময় বসলে বা তাঁদের সুহবতে কিছু সময় কাটানো ১০০ বছর রিয়াবিহীন ইবাদত হতেও উত্তম। [আল্লামা শেখ সাদী রহ.)

১০৯। কোন তাসবীহ পড়লে সমস্ত মাখলুকেরা রিজিক পেয়ে থাকে?

উত্তর ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ সুবহানাল্লাহী ওয়াবিহামদীহি পড় সমস্ত মাখলুকাতের ইবাদত এবং ইহার বরকতেই সমস্ত মাখলুকাত রিজিক পেয়ে থাকে।

১১০। আল্লাহর নিকট প্রিয় কালেমা ও মিজান কোনটি?

উত্তর ঃ দুটি কালেমা জবানে হালকা মিজানে অতি ভারী এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি প্রিয়। যথা سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহী সুবহা নাল্লাহিল আজীম। [বুখারী ও মুসলিম]

১১১। কোন তাছবীহ পড়লে সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ গুনা মাফ হয়?

উত্তর ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী সকাল বিকাল ১ তাসবীহ পড়লে গুনা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হলেও মাফ হয়ে যায়। [ফাযায়ালে আমাল]

১১২। কোন জিকির পড়লে গাছের পাতার মত গুনা ঝরিয়ে পরে?

উত্তর ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি আলহামদু লিল্লাহি লা-ইলাাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহ আকাবার। এ তাসবীহগুলো পড়ার দ্বারা পাপসমূহ গাছের পাতার ন্যায় ঝরে পরে যায়। [ফাযায়েলে আমাল]

১১৩। কোন তাসবীহের জিকির আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী স্থানকে নেকে ভর্তি করিয়ে দেয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান ১০০ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ পড়লে ১০০ গোলাম

আজাদের ছাওয়াব। ১০০ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়লে ১০০ তেজী ঘোড়া সদকা করার ছাওয়াব। ১০০ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়লে ১০০ উট কুরবাণীর ছাওয়াব। ১০০ বার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়লে উহার নেক আসমান জমীনের মধ্যেবর্তী স্থানকে নেকে পূর্ণ করিয়া দেয়া হয়। [ফাযায়েলে আমাল]

১১৪। কোন তাসবীহ কতবার পড়লে কত গুন বেশী নেকী লাভ হয়?

উত্তর ঃ বেহেশেত যাওয়ার ২টি সহজ আমল ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ সুবহানাল্লাহ আল হামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার। এই তাসবীহগুলো প্রত্যেক নামাজের পর ১০ বার করে দেড় শতবার পড়। কিন্তু আমলের পাল্লায় দেড় হাজার বার গণ্য হবে। শোয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩৪ বার করে পড়লে ১০০ বার হলে নেক হিসেবে এক হাজার বার গণনা হবে। [ফাযায়েলে আমাল]

১১৫। কোন ব্যক্তির নাম আব্দালদের দপ্তরে লেখা হয়?

উত্তর ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ كُلَّ اُمَّةٍ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ كُلَّ اُمَّةٍ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ كُلَّ اُمَّةٍ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلْعَم

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির কুল্লা উম্মাতিন, আল্লাহুার হাম কুল্লাউম্মাতিন আল্লাহুার হাম কুল্লাউম্মাতিন আল্লাহুম্মা আছলিহ কুল্লা উম্মাতিন মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যে ব্যক্তি ৩টি বাক্য বলে দোয়া করবে ঐ ব্যক্তির নাম আবদালের দপ্তরে লেখা হবে। [তাফঃ কাবীরি]

১১৬। অজু শেষে কোন কালেমা পড়লে ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ।

অর্থাৎ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তবে ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। তিনি আরো ফরমান, যে কাগজ খণ্ডে এই কালেমা লেখা থাকবে কিয়ামতের দিন তা বদ আমলের ৯৯টি দপ্তর হতেও ওজনে ভারী হবে। যে ব্যক্তি অজু শেষে আসমানর উপরের দিকে তাকিয়ে কালেমা শাহাদাত পড়বে, ঈমানের সাথে তার মৃত্যু নসীব হবে। এবং জান্নাতে ৮টি দরজা খোলা হবে। যে দরজায় ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। [ফাযায়েলে আমাল]

১১৭। কোন দোয়া পড়লে পাঠকারীর জন্য ফেরেশতারা গুনা মাফের দোয়া করতে থাকে?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফারমান سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়াতা বারা কাল্লাহ। যে ব্যক্তি এই কালেমা পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার এক জন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়ে দেন। সে এই কালিমাগুলো নিজ পাখার নিচে নিয়ে পাঠকের জন্য গুনা মাফের

দোয়া করতে করতে আরোহণ করতে থাকে এবং পাঠকারীর পক্ষ থেকে কালিমাগুলো আল্লাহর দরবারে পেশ করেন। [হিসনে হাসীন]

১১৮। কোন দোয়া পড়লে জান্নাত ওয়াজিব ও পাঠককারীকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহর অঙ্গিকার রয়েছে?

উত্তর ঃ رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلاً

উচ্চারণ ঃ রাদীতু বিল্লাহি রাববাও ওয়াবিল ইসলামী দ্বীনাও ওয়াবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবিয়্য ওয়া রাসূলা। নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি উক্ত কালেমাগুলো সকাল বিকাল ৩ বার পড়বে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা তার উপর রাজি থাকবেন। [মুসলিম তিরমিজী, অবু দাউদ ইবনে মাজা, হিসনে হাসীন, মুসনাদে আহমদ]

১১৯। কোন দোয়া পড়লে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে?

উত্তরঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিব নামাজের পর কোন কথাবার্তা না বলে এ দোয়া পড়বে- اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ ৭ বার পাঠ করবে সে দিন বা রাতে যদি মারা যায় তবে দোজখ হতে নাজাত পাবে। [নাছায়ী, আবু দাউদ]

১২০। বেহেস্তের ভাণ্ডার লাভের আমল কি?

উত্তর ঃ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লা। নবী করীম (সা.) ফরমান, এই বাক্যগুলো বেহেস্তের ভাণ্ডার ও বেহেস্তের ১টি দরজা, বেহেস্তের ১টি চারা গাছ এবং ৯৯ টি মুসীবতের প্রতিষেধক। [হিসনে হাসীন]

১২১। কোন দোয়া পড়লে সমস্ত মুছীবত দূর হয়ে যায়?

উত্তরঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ হাসবুনাল্লাহু ওয়ানি'মাল ওকীল।

নবী করীম (সা.) ফরমান, যে কোন মুছিবত দেখা দিলে এ কালেমা পাঠ করলে আল্লাহ তা'য়ালা সে মুছীবত দূর করে দিবেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এ দোয়ার বরকতে অগ্নিকুণ্ডে থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। হযরত বড় পীড় রহ. বলেন, দৈনিক ৫০০ বার দরুদসহ ১০০ বার পাঠ করলে শত্রু অবশ্যই দমন হবে। [মাঃ হাদীস]

১২২। কোন দরুদ পড়লে নবী করীম (সা.)-এর উপর শাফায়াত করা ওয়াজিব?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান , যে ব্যক্তি এ দরুদ পড়বে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلِ اللّٰهُ مَقْعَدَ الْمُقَرَّبِ عِنْدَكَ اِلٰه يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লিয়ালা মুহাম্মাদিন ওয়া'আলা আলি মুহাম্মাদিউ ওয়া আনজাল্লাহু মাকয়াদাল মুকাররাবি ইন্দাকাল ইয়াওমাল কিয়ামাহ। [তাবারানী কাঞ্জুল উম্মাল]

১২৩। কোন দোয়া পড়লে সকল বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল্লাজী লা ইয়াদুররু মায়াসমিহী শাইয়ুন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামাই ওয়াহুওয়াস সামীউল আলীম।

নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি সকাল বিকাল এ দোয়া ৩ বার পাঠ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সকল প্রকার বিপদ আপদ হতে রক্ষা করবেন। [তিরমিযী]

আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুস্তাদরাক হাকীম, মাওয়ারিদুস জামান]

১২৪। কোন দোয়া পড়লে পাহাড় পরিমাণ কর্জ আদায়ের পথ হয়?

উত্তর ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ*

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালা হুলহামুদ ইউহয়ী ওয়ায়ু মিতু ওয়াহুওয়া আ'লা কুল্লি শায়য়িন কাদীর।

নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি এ দোয়া ১০ বার পড়বে সে ৪টি আরবী গোলাম আজাদের ছাওয়াব পাবে। ১ বার পাঠ করলে ১টি গোলাম আজাদের ছাওয়াব পাবে। ১০০ বার পড়লে ১০০টি গুনাহ মাফ হবে। [ফাযায়েলে জিকির]

১২৫। কোন দোয়া পড়লে অন্ধ, পাগল, কুষ্ঠ, প্যারালাইসিস থেকে রক্ষা করে?

উত্তর ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

সুবহানাল্লাহিল আজীম, ওয়াবিহামদিহী, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। এ দোয়া পাঠকারীকে আল্লাহপাক অন্ধ হওয়া, পাগল হওয়া কুষ্ঠ রোগ ও প্যারালাইসিস হতে হেফাজত রাখবেন। [তিরমিযি]

১২৬। ৯৯ প্রকার রোগ ৩৭০ টি অনিষ্ঠ থেকে নিরাপদের দোয়া কোনটি?

উত্তর ঃ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ। আরশের নিচে বেহেস্তের একটি অমূল্য রত্নভাণ্ডার। আর জান্নাতের ছাদ হলো আল্লাহর পাকের আরশ। এটা পাঠ করলে নেক আমল করার এবং পাপাচার হতে বাঁচার তাওফীক হবে। জিন ভূতের গায়ে আগুন লাগে। ৭ বার পাঠ করলে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। শয়তানী ওছওয়াছা দূর হয়। বান্দা যখন এ কালেমা পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালা তার আরশ থেকে ফেরেশতাদিগকে সম্বোধন করে বলেন, আমার বান্দা আমার আনুগত্য ও ফরমাবর্দার হয়ে গেছে এবং অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন পরিহার করেছে।

وَلَا مَنْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ওয়ালা মানজা মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি। এ শব্দগুলো বর্ধিত করে পাঠ করলে আল্লাহপাক তার জন্য ৭০ টি অনিষ্ঠের দরজা বন্ধ করে দেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল দুশ্চিন্তা রোগ ও আর্থিক অভাব অনটনের চিন্তা। [তিরমিযি, মিরকাত, তারগীব]

১২৭। কোন দোয়া পড়লে অতি সহজে জান্নাতি হওয়া যায়?

উত্তর ঃ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ মাশাআল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ।

ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) বলেন যে, আমি আশ্চর্যবোধ করি, যে ব্যক্তি জান্নাতের আশা পোষণ করে সে ব্যক্তি কেন এ দোয়া পাঠ করে না? [হিসানে হাসীন]

১২৮। কোন দোয়া পড়লে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল চিন্তা দূর হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এ দোয়া ৭ বার পাঠ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল চিন্তাভাবনা দূর করে দিবেন।

حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ *

হাসবিইয়াল্লাহু লাইলাহা ইল্লাহুইওয়া আলাইহি তাওয়াককালতু ওয়াহুওয়া রাববুল আরশিল আজীম। [আবু দাউদ, তারগীব]

১২৯। কোন দোয়া পড়লে সকল বিপদ আপদ দূর হয়ে যায়?

উত্তর ঃ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

সুবহানা কাললাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আসতাগফিরুকা ওয়াআতুবু ইলাইকা। নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি এ দোয়া কোন বৈঠক হতে উঠার পূর্বে পড়বে। এ বৈঠকের যাবতীয় বেহুদা কথাবার্তা কাফফারা হয়। [তিরমিযি]

১৩০। কোন দোয়া পড়লে দুশ্চিন্তা দূর ও করজ আদায়ের পথ হয়?

উত্তর ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ্জালিমীন। নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি এ দোয়া পড়বে সে সকল প্রকার বিপদ হতে রক্ষা পাবে। প্রত্যেক মাগরিব বাদ ১০০ বার করে পড়লে মনেরাবাঞ্ছা পূরণ হয়। ১ লক্ষ ২৫ হাজার করে এক খতম আদায় করলে মহা মুছিবতও দূর হবে। ৪০ বার পাঠ করে মুমূর্ষ অবস্থায় মারা গেলে শহীদের দরজা লাভ করবে। সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। [তিরমিযি]

১৩১। কোন দোয়া পড়লে দুশ্চিন্তা দূর ও করজ আদায়ের পথ হয়?

উত্তর ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعِجْزِوَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ - وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ *

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল হাম্মি আল্লাহুম্মা ওয়াল হুজনি ওয়া আউজুবিকা ওয়াল মিনাল আযজি কাসালি, ওয়াআউজুবিকা মিনাল বুখলি ওাল জুবুনি, ওয়া আউজুবিকা গালাবাতি দাইনি ওয়া কাহরির রিজাল।

নবী করীম (সা.) ফরমান, সকাল বিকাল এ দোয়া পাঠ করলে আল্লাহপাক তার সকল দুশ্চিন্তা দূর ও করজ আদায়ের পথ করে দিবেন। [আবু দাউদ, মিশকাত]

১৩২। কোন দোয়া পড়লে গোলাম আজাদের হজ্বের উট কুরবানীর নেকী লাভ করা যায়?

উত্তর ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লা হিল আলিয়ীল আজীম।

নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি এই কালেমা ১ বার পাঠ করবে ১টি গোলাম আজাদের ১টি ঘোড়া সদকা করার ১টি নফল হজ্বের ১টি উট কুরবানীর নেক পাবে এবং কিয়ামতের দিন বিশাল ধনভাণ্ডারের অধিকারী হবে। [তারগীব]

১৩৩। কোন দোয়া পড়লে সাপ-বিচ্ছুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণঃ আউযুবি কালিমাতিল্লাহিত্তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক।

নবী করীম (সা.) ফরমান, দিবারাত্রি যে কোন সময় এ দোয়া পড়বে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির দংশন থেকে হিফাজত করবেন।

১৩৪। গুনা হয়ে গেলে ততক্ষণাৎ এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهٗ

উচ্চারণ ঃ আত্তাইবুম মিনাজ্জামবি কামাল্লাজাম্বালাহু।

হাদীসে আছে, গুনাহের জন্য যে ব্যক্তি তওবা করে সে যেন এমন ব্যক্তি যার কোন প্রকার গুনাহ নাই। এর হুকুম বা ফযীলত হল, গুনা হওয়ার সাথে সাথেই বান্দা যেন কোন প্রকার বিলম্ব না করে ফেরেশতারা গুনা লেখার পূর্বেই ততক্ষণাৎ তওবা করে গুনা ক্ষমা করিয়ে নেয়া। হুযুর (সা.) দৈনিক ৭০-১০০ বার ইস্তেগফার ও তাওবা করতেন। [ইমাম মুসলিম]

১৩৫। কোন দোয়া পাঠ করলে নবী করীম (সা.) -এর উপর সুপারিশ করা ওয়াজিব হয়ে যায়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি আজান শুনে এ দোয়া পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে আমার উপর শাফায়াত করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوتِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَاد

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাহাজিহিদ দাওয়াতিত্তামমাহ ওয়াস সালাতিল কায়িমাহ, আতি, মুহাম্মাদা নিল ওয়াছীলাতা, ওয়াল ফাদীলা ওয়াবাআছহু মাকামাম মাহামূদা নিল্লাজী ওয়াআত্তাহ ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মীয়াদ। [আবু দাউদ, তিরমিজী]

১৩৬। দুশমনের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার উপায় কি?

উত্তর ঃ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌم بِالْعِبَادِ

উচ্চারণ ঃ ওয়াউ ফাওবিদু আমরী ইল্লাল্লাহি ইন্নাল্লাহা বাছীরুম বিল ইবাদ। ইমাম জাফর (র.) বলেন, কেউ কারো ষড়যন্ত্র/ধোঁকায় পড়ার ভয় হলে এ দোয়া পড়লে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে হিফাজত করবেনই। [কিতাবুল আযকার]

১৩৭। কঠিন দুশ্চিন্তার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে কোন কঠিন দুশ্চিন্তার সময় পড়তেন,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

উচ্চারণ ঃ ইয়াহায়্যু ইয়া কায়্যূম বিরাহমাতিকা আস্তাগিছু। [মিশকাত]

১৩৮। সায়্যিদুল ইস্তেগফার/বেহেস্ত ওয়াজিব হওয়ার দোয়া কোনটি?

উত্তর ঃ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাকতানী, ওয়াআনা আব্দুকা ওয়ানা আ'লা আ'হদিকা ওয়া ওয়া'আদিকা মাছতাতা'তু আউজুবিকা মিন শারি রমা সানা'তু আবুউলাকা বিনি'মাতিকা আল্যাইয়্যা ওয়াআবুউ বিজাম্ববী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ্জুনূবা ইল্লা আন্তা।

নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি দিনের প্রথমাংশে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর নিকট উক্ত ইস্তিগফারের মাধ্যমে প্রার্থনা করে এবং ঐ দিনই যদি মৃত্যুবরণ করে তবে নিঃসন্দেহে সে জান্নাতী হবে। অন্য বর্ণনায় আছে জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। অনুরূপ রাতে পড়লেও জান্নাতী হবে। [বুখারি ও মুসলিম]

১৩৯। দরুদ পড়ার কি কি ফযীলত?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি প্রত্যহ ১০০ বার আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালা তার ১০০টি প্রয়োজন পুরা করে দেবেন। পরকালে ৭০টি আর ইহকালে ৩০টি । [কাঞ্জুল উম্মাল]

তিনি আরোও ফরমান, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পড়ে আল্লাহপাক তার প্রতি ১০টি রহমত নাযিল করেন ১০টি গুনা মাফ করেন ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি ফরমান, ১ বার দরুদ পাঠ করলে রহমত নাযিল করেন। [নাছায়ী, মিশকাত]

ছোট এ দুরুদটি পড়া যেতে পারে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লিয়ালা মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদ। তিনি আরোও ফরমান, দরুদ পড়নে ওয়ালার গুনা ৩দিন পর্যন্ত না লেখার জন্য ফেরেস্তাদিগকে নির্দেশ দেন এবং আগে পেছনে গুনা মাফ করে দেয়া হয়। [ফাযায়েলে আমাল]

১৪০। ১বার দুরুদ পড়লে কিভাবে ৮ খতম কুরআনের ছাওয়াব হয়?

উত্তর ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর পাঁচ বার পড়লে ৮ বার কুরআন খতমের ছাওয়াব। যাবতীয় নেক মকসুদপূর্ণ হয়। রিজিক বৃদ্ধি হয়। কর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়। দরুদটি এই, আল্লাহুম্মা সাল্লিওয়া সাল্লিমওয়া বারিক আলা আবদিকার রাসূলিল কারীম। রাহমাতাল্লিল আলামীন। শাফিয়্যুল, মুযনাবীন, সায়্যিদীনা মাওলানা ওয়া নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ, ওয় অলিহি ওয়া আহলি বিহী ওয়া আউলিয়াইহী ওয়া উম্মা হাতিহী আজমাইন কামা সাল্লাইতা ওয়া

সাল্লামতা ওয়া বারাকতা ওয় আরহামতা আলা সায়্যিদিনা ইব্রাহিম ওয়ালা' আলি সায়্যিদিনা ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। [ফাঃ দঃ]

১৪১। কোন জিকিরে সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যায়?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি ফজর নামাজ শেষে আল্লাহর নামের শব্দটির জিকির ১০০ বার করবে ও পরে জাল্লাজালালুহু ওয়াআম্মা নাওয়ালুহু ওয়াজাল্লা ছানাউহু, ওয়াতাকাদ্দাছাত আসমাউহু, ওয়া'আজমা শানুহু, ওয়ালা ইলাহা গাইরুক পর্যন্ত পাঠ করবে সে ব্যক্তি শিশুর ন্যায় বেগুনাহ মাছুম হয়ে যাবে। [মুসলিম]

১৪২। সারারাত এবাদত বন্দেগীতে কাটানোর সহজ আমল কি?

উত্তর ঃ ঘুমানোর সময় অযুর সাথে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তে পড়তে বালিশে মাথা রাখা এবং ৩ বার ঘুমানোর দোয়াটি পড়া ৩বার সূরা ফাতিহা, কাফিরুন, সূরা ফালাক, নাস ১বার করে, কুলহুয়াল্লাহ ৩ বার, ইস্তেগফার ৩ বার, দরুদ ১১ বার পড়লে সারারাত্রি নিরাপদ ও এবাদত বন্দেগীতে গণ্য করা পাপসমূহ গাছের পাতার ন্যায় অপরিসীম হলেও মাফ করে দেয়া হবে। এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। [তিরমিজী, আবু দাউদ]

১৪৩। দোজখের দরজা বন্ধ করার আমল কোনটি?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে এ সাতটি আয়াত পাঠ করবে তার জন্য দোজখের ৭টি দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে ও জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে–

حٰمٓ * تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ * حٰمٓ * تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * حٰمٓ * عٓسٓقٓ * حٰمٓ * وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ * حٰمٓ * وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ * اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ * حٰمٓ * تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ - [আল আজকার]

১৪৪। ৭০টি প্রয়োজন মিটানোর ৭০টি রহমতের দৃষ্টি লাভের আমল।

উত্তর ঃ প্রত্যক নামাজের পর সূরা ফাতিহা ১বার আয়াতুল কুরসী ১বার কুলিল্লাহুম্মা ১ বার সূরা ইমরানের ১৮-১৯ আয়াত শাহিদাল্লাহু হতে ছারীউল হিসাব পর্যন্ত পাঠ করবে। [তাঃ মাঃ কুরআন]

১৪৫। প্রতিদিন ১টি হজ্ব কুরআন খতম জেহাদের নেকীর আমল কী?

উত্তর ঃ রাসূল (সা.) ফরমান, তোমরা প্রতিদিনই ১টি হজ্ব, কুরআন খতম, জেহাদ করা, জান্নাতের মূল্য দেয়া, ৪হাজার দিনার সদকা করা, উভয়ের বিবাদ মিটানোর নেক করা সম্ভব। শুনিয়া সাহাবাগণ বললেন এটা কিভাবে সম্ভব?

নবী করীম (সা.) বললেন ঃ [মুসলিম , ফাঃ কুরআন]

(১) কালেমা তামজীদ ৪বার পড়ে ঘুমানো ১টি হজ্বের নেক।

(২) সূরা কুলহুয়াল্লাহু পড়ে ঘুমানো ১কুরআন খতমের নেক।

(৩) ৩বার দরুদ শরীফ পড়ে ঘুমালে জান্নাতের মূল্য দেয়ার নেক।

(৪) ৪ বার ফাতিহা পড়ে ঘুমালে ৪ হাজার দিনার সদকা করার নেক।

(৫) ১০ বার ইস্তেগফার পড়ে ঘুমালে উভয়ের ঝগড়া মিটানোর নেক।

(৬) ১০ বার সুবহানাল্লাহ পড়ে ঘুমালে জিহাদে শরীক হওয়ার নেক।

১৪৬। দুঃখকষ্ট বিপদআপদ থেকে বাঁচার আমল?

উত্তর ঃ (১) সালামুন কাওলাম মির রাব্বির রাহীম, (২) সালামুন আ'লা নুহিন ফিল আ'লামীন, (৩) সালামুন আ'লা ইব্রাহীম, (৪) সালামুন আ'লা মূছা ওয়া হারুন, (৫) সালামুন আ'লা ইলইয়াছিন, (৬) সলামুন আলা'ইকুম তিবতুম ফাদখুলূখা খালিদীন, (৭) সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলা য়িলফাজর। এ ৭টি সালাম প্রত্যেক নামাজের পর পাঠ করলে বিপদআপদ থেকে হিফাজত থাকা যায় এবং সমস্ত শরীরে দম করে হাত দ্বারা মুছবে এবং খতমে ইউনুসের আয়াতখানা বেশি বেশি পড়লে রোগ থেকে মুক্তি ও মনের আশা পূরণ হবে। বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং হাসবুনাল্লাহু নিমাল ওয়াকীল সর্বদা বেশি বেশী পাঠ করলে বিপদাপদ দূর ও রিজিক বর্ধিত হতে থাকে এবং লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ, তা ৯৯ টি রোগের মহাঔষধ। তাই বেশি বেশি করে পাঠ করলে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। [মিরকাত, তিরমিজী, ও নাসাঈ]

১৪৭। বিপদাপদে হযরত বড় পীড় (রহ.) কি আমল করতেন?

উত্তর ঃ লিল্লাহিল কাফী কাসাতুল কাফী, লিকুল্লী কাফী, কাফাফিল কাফী ওয়া নিই'মাল কাফী, ওয়া লিল্লাহিল হামদ। ১০০ বার পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ বিপদ-আপদ দূর হয়ে যায়। [হযরত বড় পীর (রহঃ)]

১৪৮। সর্বপ্রকার রোগ মুক্তির উপায় ও আয়াতে শিফা।

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ـ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ـ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ـ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ ـ

যে বক্তি সর্বদা উক্ত আয়াত পাঠ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কঠিন রোগব্যাধি থেকে হিফাজতে রাখবেন। মিশকে জাফরান দিয়া চিনা বাসনে লিখে রোগীকে পান করালে কঠিন রোগ থেকেও আরোগ্য লাভ করবে। [ফাঃ আযকার]

১৪৯। যে কোন মাকসুদপূর্ণ হওয়ার দরুদ কোনটি?

উত্তর ঃ দরুদে নারিয়া ৪৪৪৪ বার পড়লে এক খতম হয়। প্রত্যেক নামাযের পর **১১** বার পড়লে অভাব অনটন দূর হয়। চাকরির উন্নতি ও চাকরি হয়। এ খতম আদায় সর্বপ্রকার উন্নতি লাভ হয় এবং ইহা আগুনের মত কাজ হয়। যথা–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি ছালাতান কামিলাতান, ওয়াসাল্লিম সালামান তাম্মান আয়া'লা সায়্যিদিনা মোহাম্মাদানিল্লাজি তানহাল্লুবিহিলউকাদু ওয়াতান ফারিদু বিহিল কুরাবু ওয়াতুকদা বিহিল হাওয়ায়িজু, ওয়াতুনালু বিহির রাগায়িবু, ওয়াহসনুল খাওয়াতিমু খাওয়ায়িজু, ওয়াইউস তাসকাল গামামু, বিওয়াজ হিল কারীম ওয়াআলিহী ওয়াআসহাবিহীফি কুল্লিলামহাতিম বিয়াদাদী কুল্লি মালু মিল্লাক। [আল্ আযকার]

১৫০। কোন দরুদ পড়লে জীবনে কখনো অবনতি ঘটবে না?

উত্তর ঃ প্রত্যহ ৩ বার এ দরুদ পাঠ করলে, যথা বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া

সাল্লালিম আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ ও ওয়ালা আলিহী বিয়াদাদী আনওয়াইর রিজকী ওয়াল ফুতুহাত ওয়াবাসিতাল্লাজী ইয়াবসুতুর রিজকা লিমাইয়্যা শাউ-বিগাইরী হিসাব। ইয়াবসুতু আলহিনারিজকাউ ওয়াসিয়া মাম মিন কুল্লি জিহাতি মিন খাজায়িনী গাইবিকা বিগাইরী মান্নাতিম মাখলুমি বিমাহদি ফাদলিকা ওয়াকারামিকা বিগাইরী হিসাব। [ফাঃ আজিফা]

১৫১। এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে সহযোগিতা করলে কি লাভ ?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি অন্য ভাইয়ের বিপদে-আপদে সহযোগিতা করে আল্লাহপাক তার জন্য ৭৩টি মাগফিরাত লেখার নির্দেশ দেন। আর মুছীবত হল আল্লাহ তায়ালার পক্ষের এক নেয়ামত ও গুনা মাফের উছিলা এবং মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ। এই দুনিয়ার রোগ মুছিবত দ্বারা পরকালের কঠিন আজাবকে হালকা ও মাফ করে দেয়া হয়। তাই কিয়ামতের দিন সকল মানুষরাই আফসোস করে বলবেন যে, আমাদের দুনিয়ার জীবনটা যদি রোগ মুছিবতেই কাটত তাহলে কতই না ভাল হত। যার ফলে পরকালের কঠিন কঠিন আজাব মাফ হয়ে যেত। [ফাযায়ালে আমাল]

১৫২। কোন মাসে দরুদ পড়লে নবীজির উপর শাফায়াত ওয়াজিব হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি শাবান মাসে আমার উপর ৩ হাজার বার দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন তাকে শাফায়াত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। শাবানের ১৪ তারিখ সূর্যাস্তের সময় لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ৪০ বার পাঠ করলে ৪০ বছরের ছগীরা গুনা মাফ হয়ে যায় এবং ১৫ তারিখের রাত্রিতে সূরা ইয়াসিন ৩ বার সূরা দুখান ৭ বার পাঠ করলে হায়াত বৃদ্ধি পায়, মুছিবত দূর হয় ধনবান হওয়া যায় সমস্ত গুনা মাফ হয়ে যায় এবং রাতের ইবাদতের উদ্দেশ্যে গোসল করার প্রতি পানি ফোটার পরিবর্তে ৭০০ রাকাত নফল নামাযের নেক লেখা হয় এবং রাতের এবাদতের নেক লেখার জন্য আসমান থেকে ৭০ হাজার ফেরেশতা নাযিল হয় এবং এ মাসের যে কোন রাতে এক সালামে ৮ রাকাত নামায প্রতি রাকাতে সূরা কুলহুওয়াল্লাহ ১১ বার করে পড়ে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর রুহের উপর বখশিয়ে দিলে হাশরের দিন তিনি ঐ নামাজিকে না নিয়ে জান্নাতে যাবেন না। [বায়হাকী, ইবনে মাজা]

১৫৩। কোন মাসে ৬টি রোজার দ্বারা পূর্ণ বছর রোজার নেক হয়?

উত্তর ঃ শাওয়াল মাসে ১ম থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত ৬টি রোযা রাখার দ্বারা পূর্ণ জীবন রোযা রাখার ছাওয়াব পাওয়া যায় এবং সমস্ত গুনা মাফ হয়ে যায়। [মুসলিম]

১৫৪। মৃত্যু ব্যক্তির জন্য কোন কাজ করলে উহুদ পাহাড় সমান নেক হয়?

উত্তর ঃ মৃত্যু ব্যক্তির গোসল, কবর খনন, জানাজা, দাফন, কাফনে শরীক হলে উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য নেক পাওয়া যায়। [মুসলিম]

১৫৫। অল্পদিনে ধনবান হওয়ার আমল কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি উক্ত দোয়া দৈনিক ১০০০ হাজার বার পাঠ করে আল্লাহ চাহেতে অল্প দিনের মধ্যে ধনবান হয়ে যাবে এবং জুমার পর ৭০ বার পাঠ করে তবে সপ্তাহ দিনের মধ্যেই আল্লাহ চাহেতে ধনবান হয়ে যাবে,। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ হিল আলিয়্যিল আজীম। আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়াআগনিনী বিফাদলিকা আমমান সিওয়াকা। [মিরকাত]

১৫৬। নেক মকসুদপূর্ণের জন্য হযরত বড় পীরের পরীক্ষিত আমল।

উত্তর ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, সুবহানাল্লাহিল কাদীরিল কাহীরিল কাভীয়ীল কাফী,

ইয়াহায়্যু, ইয়াকায়্যুম লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। এশার নামাযের পর ১০ দিন ১০বার পড়লে যে কোন নেক মাকসুদপূর্ণ হয়। [হযরত বড় পীর (রহ.)]

১৫৭। কোনদিন দরুদ পড়লে ততক্ষণাৎই নবীজির নিকট পৌঁছে যায়?

উত্তর ঃ জুমার দিন দরুদ পড়লে ততক্ষণাৎই নবীজির নিকট পৌঁছে দেয়া হয় এবং বেশি বেশি দরুদ শরীফ পড়লে নবীজিকে স্বপ্নে দেখা নছীব হয়। [মুসলিম]

১৫৮। কোন দরুদ পড়লে মৃত্যু রোগ ব্যতীত কোন রোগই হয় না?

উত্তর ঃ দরুদ শিফা আল্লাহুম্মা সাল্লিয়ালা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদি'ও ওয়ালা আলি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন বিয়াদাদী কুল্লি দায়িও ওয়াদাও -য়িউ বিয়াদাদী কুল্লি ইল্লাতিউ ওয়াশিফা। প্রত্যেক নামাজ শেষে সকাল বিকাল ৩ বার পড়তে হয়। সকল প্রকার দরুদের মধ্যে দরুদে তাজ- হল উত্তম। [ফাযায়েলে অজীফা]

১৫৯। কোন দরুদ পড়লে বিনা হিসাবে জান্নাতী হবে?

উত্তর ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ আল্লাহুম্মা সাল্লিয়ালা মুহাম্মাদিন কুল্লামা জাকারাহুজজাকিরুন, ওয়া কুল্লামা গাফালা আন জিকরিহিল গাফিলুন। এ দরুদটি বেশি বেশি পড়ার আমলকারী বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। [তিরমিজী, ফাঃ দরুদ]

১৬০। কোন দোয়া পড়ে পড়তে বসলে পরীক্ষায় সাফল্য হওয়া নিশ্চিত?

উত্তর ঃ দৈনিক ১০১ বার এ দোয়া وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ওয়াল্লাহুল মুস্তায়ানু আ'লা মা-তাছিফূন পাঠ করে ভালভাবে মনযোগে পড়াশুনা করলে নিশ্চয়ই পরীক্ষায় পাশ হবে। [ফাযাঃ আযকার]

১৬১। অযু করার সময় কোন কাজ করলে ৭০ গুণ বেশি নেকী এবং ৫০ বছর নামায রোজার ও ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে?

উত্তর ঃ বিসমিল্লাহ পড়ে মিছওয়াক সহকারে অযু করলে ৭০ গুণ ছাওয়াব বেশি এবং অযু শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে কালেমা শাহাদাত পাঠ করলে ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে এবং সূরা কাদর পাঠ করলে ৫০ বছর নফল রোযা রাখার ছাওয়াব পাবে এবং অযু শেষে একাগ্রতার সাথে ২ রাকাত নামায পড়লে পেছনের সমস্ত গুণা মাফ হয়ে যাবে। [মিশকাত, আহমদ, ফাঃ আমল]

১৬২। কোন দিনে মরলে ফেরেশতারা কিয়ামত পর্যন্ত হিসাব নিবে না?

উত্তর ঃ জুমার দিন মারা গেলে কিয়ামত পর্যন্ত ফেরেস্তারা হিসাব নিকাশ নিবে না। [শহীদ হিসেবে গণ্য হবে, কবরের আযাব মাফ হবে। [মাঃ কুরআন]

১৬৩। মামলায় জয়ী হওয়ার আমল কোনটি?

উত্তর ঃ দৈনিক ১২০০ বার শত বার ১২ দিন পর্যন্ত এ দোয়া পড়লে আল্লাহ চাহেতো মুকাদ্দমায় জয়ী হবে। يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَابَدِيْعُ ইয়া বাদীয়াল আজা ইবি বিলখাইরী ইয়া বাদীয়ু। [কাযাঃ আওকাত]

১৬৪। আলেমের মর্যাদা কি?

উত্তর ঃ উম্মতে মোহাম্মদীর একজন আলেমের মর্যাদা বণী ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের একজন নবীর মর্যাদায় সমতুল্য। আর একজন আলেমকে দেখা ৭০ জন নবী রাসূলগণকে দেখার সমান মর্যাদা ছাওয়াব। [হাকীঃ এবাদত]

১৬৫। ঘুমের সময় কি কাজ করলে সমস্ত কবীরা গুনা মাফ হয়ে যায়?

উত্তর ঃ ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে সুবহানাল্লাহ ১০ বার বিসমিল্লাহ ১০ বার আমানতুবিল্লাহি ওয়াকাফার্তু বিত্তাগুত ১০ বার করে পড়লে যাবতীয় কবীরা গুনা মাফ হয়ে যায় এবং ভীতিকর জিনিস থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। [ফাঃ আযকার]

১৬৬। কোন দোয়ায় মৃত্যুরোগ ব্যতীত কোন রোগই থাকতে পারে না?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে গিয়ে ৩/৭ বার এ দোয়া পড়বে তবে মৃত্যু রোগ ব্যতীত কোন প্রকার রোগই তার শরীরে থাকতে পারে না।

দোয়াটি - اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ

আসয়ালুল্লাহাল আজীম রাব্বুল আরশিল আজীম আইয়্যাশফীকা। [তিরমিজী]

১৬৭। কার মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশক আম্বরের চেয়েও প্রিয়?

উত্তর ঃ রমজানে রোজা রাখার ফলে দিনের শেষ বেলা রোজাদারের মুখে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় সে দুর্গন্ধ আল্লাহ তায়ালার নিকট মেশক আম্বরের সুগন্ধির চেয়েও অধিক প্রিয়। [বায়হাকী]

১৬৮। কত বছর বয়স হলে আর গুনাহ লেখা হয় না?

উত্তর ঃ মানুষের বয়স যখন ৭০/৮০ বছর বয়স হয় তখন আর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তির আমলনামায় গুনাহ লেখা হয় না। [তাফঃ মারেঃ কুরআন]

১৬৯। কার নেক সমস্ত আদম সন্তানের কুরবাণীর নেকের সমান?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার মৃত্যু ব্যক্তিদের রুহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে কোন একটি পশু কুরবাণী করলে সে ব্যক্তির নেক সমস্ত কবরবাসীদের রুহে পৌছে দেয়া হয় এবং সমস্ত মৃত ব্যক্তিরা মিলে কুরবানী করলে যে নেক পেত, সে পরিমাণ নেক ঐ ব্যক্তির আমলনামায় লেখা হয়। [তাঃ মাঃ কুরআন]

১৭০। কি কাজ করলে পৌনে দুই লক্ষ ১৭২০০ এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত উহুদ পাহাড়ের ওজন সমপরিমাণ নেকী লাভ করা যায়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, পবিত্র কুরআনের ১০০০ হাজার আয়াত পাঠ করলে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ ১৭২৮০০ ওহুদ পাহাড়ের ওজন সমপরিমাণ নেক পাওয়া যায়। [মুসনাদে আবি ইয়ালা, তাফঃ কুরঃ ইঃ কাছীর]

১৭১। কোন সময় আল্লাহ ১ম আসমানে এসে বান্দাকে ডাকেন?

উত্তর ঃ রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় বাকী থাকতে অর্থাৎ ফজরের আজানের সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তার আরশের সিংহাসন ছেড়ে ১ম আসমানে বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন যে, কে আছ? আমার নিকট দোয়া করবে আমি তার দোয়া কবুল করব। কে আছ? সমস্যাগ্রস্ত আমি তার সমস্যা দূর করে দেব। কে আছ? ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কে আছ? রিজিক চাইবে আমি তাকে রিজিকের অভাব দূর করে দেব। [বুখারী ও মুসলিম]

মহিলাদের ফযীলত

১৭২। কোন মহিলাকে পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং ১২ বছরের নেকী দেয়া হবে?

উত্তর ঃ যে মহিলার সন্তানের অসুখের কারণে রাতে ঘুমাতে পারে না এবং সন্তানের সেবা করে, আল্লাহ তায়ালা ঐ মহিলাকে পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তাকে ১২ বছরের নেকী দেবেন।

১৭৩। কোন মহিলাকে কাবা শরীফ ঝাড়ু দেয়ার নেকী দেয়া হবে?

উত্তর ঃ যে মহিলা জিকিরের সাথে ঘড় ঝাড়ু দিবে আল্লাহ তায়ালা তাকে খানায়ে কাবা ঝাড়ু দেয়ার নেকী দিবেন।

১৭৪। কোন মহিলাকে জিহাদের অর্ধেক নেকী দেয়া হবে?

উত্তর ঃ যে মহিলা তার স্বামীকে পেরেশানীর সময় সান্ত্বনা দেয় ঐ মহিলাকে জিহাদের অর্ধেক নেকী দেয়া হবে।

১৭৫। কোন কাজ করলে হাজার রাকাত নফল নামায হতেও উত্তম?

উত্তর ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে ১টি রুটি দান ১ হাজার রাকাত নফল নামায হতেও উত্তম।

১৭৬। দান করলে কত গুণ নেক আর করজ দিলে কত গুণ নেক?

উত্তর ঃ দান করলে ১০ গুণ নেক, আর করজে হাসানা দিলে ১৮ গুণ নেক।

১৭৭। কোন ব্যক্তির ২ রাকাত নামায কিয়ামত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার চেয়েও উত্তম?

উত্তর ঃ দুনিয়ার লোভ ত্যাগী আলেমের ২ রাকাত নামায দুনিয়ার এক আবেদের কিয়ামত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামায পড়ার চেয়েও উত্তম এবং গাফলতির সাথে সারারাত জেগে নামায পড়া হতে খুশুখুজুর সাথে ২ রাকাত নামায অতি উত্তম। [মাঃ কুঃ]

১৭৮। কোন মহিলা উত্তম ও কোন মহিলা নিকৃষ্ট?

উত্তর ঃ একজন নেককার মহিলা ৭০ জন অলীর চেয়েও উত্তম এবং একজন বদকার নারী ১ হাজার বদকার পুরুষের চেয়েও নিকৃষ্ট।

১৭৯। কোন মহিলার নামাযে ৮০ গুণ নেক বেশি?

উত্তর ঃ একজন গর্ভবতী মেয়ে লোকের ২ রাকাত নামায একজন গর্ভহীন নারীর ৮০ রাকাত নামাযের চেয়েও উত্তম।

১৮০। কোন মহিলাকে ৭ তোলা স্বর্ণ সদকা করার ছাওয়াব দেয়া হবে?

উত্তর ঃ যে মহিলা হুকুমের পূর্বে তার স্বামীর খিদমত করবে আল্লাপাক তাকে ৭ তোলা স্বর্ণ সদকা করার নেকী দান করবেন এবং যে মহিলা তার স্বামীর রাজি সন্তুষ্ট অবস্থায় মারা যায় তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

১৮১। কোন ব্যক্তি ৭০ বছরের নেকী পাবে?

উত্তর ঃ যে স্বামী স্ত্রীকে ১টি মাসয়ালা শিক্ষা দিবেন, তিনি ৭০ বছর নফল এবাদতের ছাওয়াব পাবেন।

১৮২। কোন মহিলা নামায রোজা না করেও নামাজ করা নেক পাবে?

উত্তর ঃ গর্ভবতী অবস্থায় সন্তান না হওয়া পর্যন্ত ঐ মহিলাকে দিনে রোযা ও রাতে নামাযরত থাকার নেকী দান করা হবে।

১৮৩। কোন মহিলাকে ৭০ বছরের নেকী দেয়া হবে?

উত্তর ঃ যে মহিলার সন্তান প্রসব হয় তাকে ৭০ বছরের নফল নামায ও নফল রোজার নেকী দেয়া হবে। প্রসবের প্রতি বারের ব্যথার জন্য হজ্বের নেকী দেয়া হবে।

১৮৪। কোন আমল আল্লাহর নিকট প্রিয়?

উত্তর ঃ কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি পছন্দনীয় কাজ আর যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ ঠেকিয়া ঠেকিয়া পড়ে সে দ্বিগুণ নেক পাবে। [ফাযায়েলে আমাল]

১৮৫। কয়টি আয়াত পড়লে ১০০ রাকাত নামাযের নেক পাবে?

উত্তর ঃ কুরআনের ১টি আয়াত শিখা ১০০ রাকাত নফল নামায হইতেও উত্তম।

১৮৬। ইলমের কয়টি অধ্যায় শিখলে ১ হাজার রাকাতের নেক?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, সকাল বেলা ইলমের ১টি অধ্যায় শিক্ষা করা হাজার রাকাত নফল নামায পড়া হতেও উত্তম। [ইবনে মাজাহ]

১৮৭। পুরোপুরি জামাতে শরীক না হয়েও কিভাবে পূর্ণ জামাতের নেক হয়?

উত্তর ঃ ইমাম সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত ইমামের পেছনে নিয়্যত বেধে জামাতে শরীক হলেও জামাতের পূর্ণ ছাওয়াব মর্তবা এবং ওয়াজিব দায়িত্ব আদায় থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। [ফাযায়েলে আমাল]

১৮৮। কোন ১টি রোজার নেক ৬ হাজার রাকাতের অধিক ছাওয়াব?

উত্তর ঃ রমজানের প্রতিটি রোজার নেক ৬ হাজার অধিক নামাযের নেক হয়।

১৮৯। কোন মহিলাকে ১ বছরের নেকী দেয়া হবে?

উত্তর ঃ যে রাত্রিতে সন্তানের কান্নাকাটির ফলে সন্তানকে কোন বদদোয়া না দিয়ে আদর করে ঐ মহিলাকে ১ বছর নফল ইবাদতের নেকী দেয়া হবে।

১৯০। কোন মহিলাকে ১২ বছরের নেকী দেয়া হবে?

উত্তর ঃ যে মহিলা তার স্বামী বাড়ি না থাকা অবস্থায় বা বিদেশে থাকা অবস্থায় স্বামীর হকের কোন খেয়ানত করে না, তাকে ১২ বছর নফল নামাযের নেকী দেয়া হবে।

১৯১। আল্লাহর পর অন্য কাউকে সিজদার হুকুম দিলে কাকে দিতেন?

উত্তর ঃ আল্লাহর এবাদাতের পর অন্য কাহাকে যদি সিজদা করার হুকুম দিতেন, তবে স্ত্রীদেরকে হুকুম করতেন যে, নিজ নিজ স্বামীদেরকে সিজদা করার জন্য। [শঃ বোখারী]

১৯২। ২০০ আয়াত পাঠের নেক সারারাতের এবাদত সমান কিভাবে?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি ২০০ আয়াত তিলাওয়াত করবে সে সারারাত্রি জেগে এবাদত করার সমান ছাওয়াব পাবে। আর ৫০০ আয়াত পাঠ করলে ১২ হাজার দীনার সদকা করার সমতুল্য নেক পাবে। [ইবনে মাজাহ, হাকীম]

১৯৩। কোন নামায না পড়েও নামায পড়ার নেক পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ জামাতে শরীক হয়ে নামায পড়ার অপেক্ষা করার সময়টুকু নামায পড়ার মধ্যে গণনা করে আমল নামায় নেক লেখা হতে থাকে এবং কাহাকে ছহী নিয়তে নামাযের দাওয়াত দিলে ঐ ব্যক্তি নামায না পড়লেও দাওয়াতকারীর আমলনামায় নামায পড়ার নেক লেখা হয়ে থাকে। [বুখারী, মুসলিম]

১৯৪। নেক কাজের মধ্যে উৎসাহিত করালে কি লাভ?

উত্তর ঃ কোন ব্যক্তি কাহাকেও নেক কাজের জন্য উৎসাহিত করায়ে মসজিদ, মাদ্রাসা বা ইমাম, আলেম তালেবে ইলমকে লজিং রেখে আলেম বানাতে সহযোগিতা করলে উৎসাহদানকারীর আমলনামায় ঐ দানকারীর সমান নেক। [ফাঃ আঃ]

১৯৫। কেউ কারো হক নষ্ট করলে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে?

উত্তর ঃ কেউ কারো সাড়ে তিন পয়সা পরিমাণ মূল্য হক নষ্ট করলে কিয়ামতের দিন শত ওয়াক্ত নামাযের নেক আমলনামা থেকে কাটিয়ে হকদারকে দিতে হবে। [ফাযায়েলে আমাল]

১৯৬। কি আমল করলে ফেরেশতারা বান্দার সমস্ত গুনাহ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কাজ শেষে সমুদয় গুনা মাফ হয়ে যায়?

উত্তর ঃ বান্দা যখন নিয়্যাত বেঁধে নামাযে দাঁড়ায় আল্লাহ তায়ালা তখন এক ফেরেশতাকে নির্দেশ দেয় যে, হে ফেরেশতা, আমার বান্দা আমাকে নামাযের মাধ্যমে স্বরণ করতেছে তাই তার সকল গুনাহগুলো নামায পড়া পর্যন্ত মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। অতঃপর নামায শেষে ফেরেশতা যখন মাওলাকে জিজ্ঞেস করে হে রাব্বুল আলামীন আপনার বান্দা তো ঠিকমত নামায পড়ে শেষ করে ফেলেছে। এখন তার গুনাগুলো কি করব? তখন আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাকে বলেন, হে ফেরেশতারা তোমরা স্বাক্ষী থাক। আমি আমার বান্দার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলাম। [ফাযায়েলে আমাল]

১৯৭। কোন এবাদত আল্লাহর নিকট বেশি পছন্দনীয়?

উত্তর ঃ যে এবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে রাজী সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে খালেস নিয়্যাতে করা হয় সে এবাদত আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি পছন্দনীয় এবং নিয়াত অনুযায়ীই বান্দা তার নেক কাজের প্রতিদান পেয়ে থাকে। [বুখারী]

১৯৮। কি করলে অন্যের নামাযের নেক নিজের নামে লেখা হয়?

উত্তর ঃ ছহী নিয়াতে অন্য মুসলমান ভাইকে নামায পড়ার দাওয়াত দিলে ঐ দাওয়াতকারীর আমলনামায় অন্যের কবুলিয়াত নামাজের নেক লেখা হয়ে থাকে। [মুসলিম]

১৯৯। কোন ব্যক্তিকে অন্যের নামাজের নেক নিজের নামে লেখা হয়?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি নামাজে নিজেকে অন্যের সাথে মিলিয়ে কাতার সোজা করে নামাজ আদায় করে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তার নিজের সাথে অর্থাৎ তাকে তার অতি নিকটস্থ করে নেন।

২০০। কার সাথে ৪০ দিন নামাজ পড়লে মুমিনের দপ্তরে নাম লেখা হয় এবং মুনাফিকের দপ্তর থেকে নাম কেটে ফেলা হয়?

উত্তর ঃ একটানা ৪০ দিন জামাতে ইমামের পেছনে তাকবীরে উলার সাথে নামাজ আদায় করলে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে মুমিনের দপ্তরে নাম লিখে দেন এবং গুনাগার তথা মুনাফিকের দপ্তর থেকে নাম খানা কেটে দেন। [তিরমিজী]

২০১। কার সাথে নামাজ পড়লে কবুলিয়াতের নিশ্চয়তা রয়েছে?

উত্তর ঃ জামাতে ইমামের পেছনে নামাজ পড়লে নিশ্চয়তা রয়েছে [ফাযায়েলে আমাল]

২০২। কে নামাজ পড়লে ৭০ গুন নেক বেশি ও কবুলের নিশ্চয়তা রয়েছে?

উত্তর ঃ নামাজ না জাননেওয়ালা ব্যক্তি নামাজ ছহী করার ও জানার চেস্টা করে করে নামাজ পড়তে থাকলে সে ব্যক্তি তার নামাজে ৭০ গুন ছওয়াব বেশি পাবে এবং নামাজ পড়তে থাকলে সে ব্যক্তি তার নামাজ কবুলের ও নিশ্চয়তা রয়েছে। [ফাযায়েলে আমাল]

২০৩। কি করিয়া নামাজ পড়লে প্রতি রাকাতে ৭০ গুন বেশি নেকী?

উত্তর ঃ মাথায় টুপি পাগড়ী পরে নামাজ পড়লে প্রতি রাকাতে ৭০ গুন নেক।

২০৪। কোন নামাজ পড়লে দুনিয়ার সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করার চেয়েও অধিক নেকী পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ শেষ রাতে ২ রাকাত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়লে দুনিয়ার সকল ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করার চেয়েও অধিক নেকী ঐ নামাজই আল্লাহকে পাওয়ার সহজ উপায়। [ফাযায়েলে আমাল]

২০৫। কোন নামাজ পড়লে আগের পরের, নতুন পুরাতন, ছগীরা কবীরা, জানা অজানা করা, গোপনে করা সকল গুনাহ্ মাফ হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) এর নিজ চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলিলেন, চাচাজান, আপনি যদি পারেন তবে প্রতিদিন একবার অথবা প্রতি সপ্তাহে একবার/প্রতি মাসে ১বার / প্রতি বছরে ১বার /জীবনে ১বার হলেও এ সালাতুত তাসবীহের নামাজ অবশ্যই পড়বেন। এটা জীবনে ১বার পড়া ফরজ। [আবু দাউদ ৪ রাকাত নামাজের সুন্নত নিয়ম হলোঃ যে কোন সূরা পড়ার পর দাঁড়াইয়া সুবহা নাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ১৫ বার পড়বে। অতঃপর রুকুতে গিয়ে তাসবীহ পড়ে ১০ বার, তারপর রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ১০ বার তারপর প্রথম সেজদার তাছবীহ পরে ১০ বার তারপর প্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বসা অবস্থায় ১০ বার , তারপর ২য় সিজদায় ১০ বার আবার ২য় সিজদায় থেকে উঠে বসা অবস্থায় ১০ বার এ পর্যন্ত ১ রাকাতে ৭৫ বার তাসবীহ পড়া হলো।

তারপর আল্লাহু আকবার তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে এরূপে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ রাকাতে মোট ৩০০ বার তাছবীহ পড়তে হবে। ২য় ও ৪র্থ রাকাতে বসা অবস্থায় আত্তাহিয়্যাতু পড়ার আগে ১০বার তাসবীহ পড়বে। অতঃপর অন্যান্য দোয়া পড়ে নামাজ শেষ করবে। প্রতি জুমা বারই এ নামাজ পড়া উত্তম। [ফাযায়েলে আজকার, তিরমিজী]

২০৬। কোন নামাজ সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ গুনাহ মাফ ও শরীরের ৩৬০টি জোড়ার সদকা ও আল্লাহপাক তার সকল কাজের জিম্মাদার হয়?

উত্তর ঃ চাশতের ২ রাকাত নামাজ শরীরের ৩৬০টি জোড়ার সদকার নেক এবং সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। [তিরমিজী]

২০৭। কোন নামাজে জীবনের যাবতীয় গুনাহ মাফ ও কাফফারা হয়?

উত্তর ঃ জুমার নামাজের পর ৪ রাকাত নফল নামাজ সূরা ফাতহার পর আয়তুল কুরসি ১ বার সূরা কাওছার দরুদ ১০০ বার পড়ে দোয়া করতে হয়। সালাম ফিরিয়ে ১০ বার সূরা কাওছার দুরুদ ১০০ বার পড়ে দোয়া করতে হয়।

(আনিছুল আরওয়াহ) কিতাবে উল্লেখ যে, সোমবার রাতে ২.২ রাকাত করে ৫০ রাকাত নামাজ প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কুলহু ওয়াআল্লাহু ১ বার পড়ে নামাজ শেষে ১০০ বার ইস্তেগফার পড়লে পূর্বের নামাজের কাফফারা হিসেবে এ নামাজ কবুল হওয়ার এবং যাবতীয় কাজা ও ধ্বংস প্রাপ্ত নামাজ পূনর্জীবিত হইয়া যায়।

২০৮। কোন নামাজে ৫০ বছরের গুনাহ মাফ হয় এবং জান্নাতে বালা খানা পায়?

উত্তর ঃ ২৬শে রমজান দিবাগত রাত/১৪ই শাবান এশার পর ২ রাকাত করে ১২ রাকাত নফল নামাজ পড়া উত্তম। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসি ১বার কুলহু আল্লাহু ১০ বার সূরা কদর ১ বার। ২য় রাকাতে সূরা কুলহু ২৫/৫০ বার পড়তে হয়। ১ম রাকাতে কদর ২য় রাকাতে সূরা কুলহু আল্লাহ ৩ বার/২৭ বার/যে কোন সূরাও পড়া যায়। ২ রাকাত করে ৪ রাকাত নামাজ পড়ে সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ১০০ বার পড়ে ইস্তেগফার দুরুদ পড়ে তাওবা করে চোখের পানি ফেলে জীবনের যাবতীয় গুনাহ মাফ চাইলে আল্লাহ তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। [এহইয়াউ উলুম]

২০৯। কোন নামাজের নেক আসমানের সমস্ত ফেরেশতা এবং জমীনের সমস্ত মানুষ হয়ে লিখলেও শেষ করতে পারে না?

উত্তর ঃ প্রত্যেক জুমার নামাজের পূর্বে ৪ রাকাতের নিয়্যাতে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ৪ কুল ১০ বার আয়াতুল কুরসি ১০ বার করে পড়ে সালাম ফিরিয়ে আস্তাগ ফিরুল্লাহ ৭০ বার সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম ৭০ বার পড়ে দোয়া করা।

নামাজ সপ্তাহে, মাসে বছরে একবারও পড়া প্রয়োজন। [আনীছুল আরওয়া]

২১০। কোন নামাজ পড়লে ১২ বছরের ইবাদতের ছাওয়াব হয়?

উত্তর ঃ মাগরিবের ফরজ ও সুন্নতের পর কমপক্ষে ৬ রাকাত ঊর্ধ্বে ২৪ রাকাত আওয়াবীন পড়লে ১২ বছর ইবাদত বন্দেগীর ছাওাব পাবে। [তিরমিজী]

২১১। কোন নামাজ পড়লে ৫০ বছর আগের ও পরের গুনাহ মাফ হয়?

উত্তর ঃ মহররম মাসের ৯ তারিখ দিবাগত রাতে ৪ রাকাত নফল নামাজে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর কুলহু আল্লাহ ৩ বার পড়লে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার কবরে নূরে রৌশন থাকবে। এ রাকাতে আবার সূরা কুলহু আল্লাহ ৫০ বার করে প্রতি রাকাতের ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়ল ৫০ বছর আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। ১০ তারিখ দিনে এ নিয়তেই ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়বে। [ফাযায়েলে আওকাত]

২১২। কোন ২ রাকাত নামাজে ১০০ রাকাতের নেক পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ বেতেরের নামাজের পর ২ রাকাত নফল নামাজ ফাতিহার পর সূরা কুলহু আল্লাহ ৩ বার করে প্রতি রাকাতে পড়লে ১০০ রাকাতের নেক হবে। [হাকীঃ ইবাঃ]

২১৩। কোন নামাজ পড়লে প্রতিটি পশমের পরিবর্তে দশ দশ করে নেকী ও সমস্ত গুনা মাফ হজ্ব ও ওমরার নেক ও মাকসাদপূর্ণ হয়ে যায়?

উত্তর ঃ সূর্যউঠার ২ ঘণ্টার মধ্যে ২ রাকাত করে ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়াকে ইশরাক নামাজ বলে। এই নামাজ পড়লে সমস্ত নেক মাকসুদ পূর্ণ হয়। হজ্ব ও ওমরার নেকী লাভ হয়। জান্নাতে ৭০টি বালাখানা তৈরি হয়। ফজর পড়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত বলে অপেক্ষা করে ইশরাক পড়ে, তবে প্রতি পশমের পরিবর্তে দশদশ করে নেকী হবে এবং এ দিনের জন্য আল্লাহ তার জিম্মাদার হয়ে যায়। [বায়হাকী]

২১৪। কোন নামাজে ৭০ হাজার ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত নেক লিখে।

উত্তর ঃ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ২রাকাত নফল নামাজ ১ম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ফালাক ১০ বার ২য় রাকাতে নাস ১০ বার পড়লে ৭০ হাজার ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত ঐ নামাজির জন্য বিরামহীনভাবে নেক লিখতে থাকে। [আনীছুল]

২১৫। কোন নামাজ পড়লে মাতা পিতার হক আদায় হয় এবং তাদের গুনা মাফ করা হয় এবং নামাজিকে সিদ্দীক ও শহীদের মর্যাদা দান করা হয়?

উত্তর ঃ বুধবার মাগরিব ও এশার মধ্যবতী সময়ে ২ রাকাত নামাজের প্রতি রাকাতে ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসি সূরা কুলহু আল্লাহু ফালাক, নাস ৫ বার করে পড়ে সালাম ফিরায়ে ১৫ বার ইস্তেগফার পড়ে এ নামাজের নেক নিজ বাবার রূহে বখশিয়ে দিলে

মা-বাবার হক আদায় হয়ে যায় এবং তাদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় এবং নামাজীকে সিদ্দিক শহীদের নেক দান করা হয়। ইহা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত থেকে সংকলিত। [আনীছুল আরওয়া]

২১৬। কোন নামাজে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে ৪ রাকাত নফল নামাজ ১ম সূরা ফাতিহার শেষ অক্ষরটির উপর পেশ দিয়া পরবর্তী সূরার। সাথে মিলিয়ে নামাজ পড়লে সে ব্যাক্তি দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পাবে এবং মৃত্যুর পর ৭০ হাজার ফেরেশতা ভিন্ন ভিন্ন উপহার নিয়ে আসবে ৭০ প্রকারের পোশাক তাকে পড়াবে। [আনীছুল আরওয়া]

২১৭। কোন ১২ রাকাত নামাজ ১২ হাজার শহীদের সমপরিমাণ নেক?

উত্তর ঃ শাবানের ১ম রাত্রিতে ১২ রাকাত নফল নামাজ পড়লে ১২ হাজার শহীদের সমপরিমাণ নেক এবং ১২ হাজার বছর একনিষ্ঠ ইবাদত বন্দেগীর নেক ও সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে নিষ্পাপ শিশুর মত ঘোষণা দেয়া হয়। [হাকীঃ ইবাদত]

২১৮। কোন ২ রাকাত নামাজে কিয়ামত পর্যন্ত ৭০ হাজার নেকী লিখে?

উত্তর ঃ রমজান মাসে প্রত্যেক মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে ২ রাকাত নফল নামাজ সূরায়ে ফাতিহার পর সূরা কুলহু আল্লাহু ৩ বার পড়ে প্রতি রাকাতের জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত ঐ নামাজীর নেকী লিখতে থাকে?

২১৯। কোন ২ রাকাত নামাজে রজব শাবান ও রমজানের সমান নেক অর্জন হয়?

উত্তর ঃ বৃহস্পতিবার জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে ২ রাকাত নামাজে ১ সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসি ১০০ বার ২য় রাকাতে ফাতিহার পর কুলহু আল্লাহু ১০০ বার পরে নামাজ শেষে দরুদ ১০০ বার পড়লে এ নামাজের নেকী রজব শাবান রমজানের রোজাদারদের অগণিত ও কাবা শরীফের হাজীদের মত নেক। [আনছুল আরওয়া]

২২০। কোন নামাজে প্রতিটি হরফের পরিবর্তে হজ্ব ও ওমরার নেকী লাভ হয়?

উত্তর ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণিত শনিবার দিন চাশতের সময় ৪রাকাত নামাজ পড়ে দোয়া করলে কবুল হবে এবং প্রতিটি হরফের বদলে ১টি হজ্ব ও ১টি ওমরার নেকী ও প্রতি রাকাতে হাজার রাকাতের নেকী দেয়া হবে।

২২১। কোন নামাজ পড়লে নবীদের সমান নেক এবং হজ্ব ও ওমরার নেক ও প্রতি রাকাতে হাজার রাকাতের নেক দেয়া হবে?

উত্তর ঃ রবিবার যে কোন সময় ৪ রাকাত নফল নামাজ প্রতি রাকাতে সূরা বাকারার শেষ ৩ আয়াত পড়ে নামাজ পড়লে নবীদের নামাজের সমান নেক ১টি হজ্ব ও ওমরাহসহ প্রতি রাকাতের হাজার রাকাতের ছাওয়াব পাবে। [ফাযায়েলে আমল]

২২২। কোন নামাজীর সাথে ৭০ হাজার ফেরেশতা নামাজ পড়ে?

উত্তর ঃ প্রতিদিন সূর্যঢলার পর জোহারের পূর্বে ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়লে ঐ নামাজীর সাথে ৭০ হাজার ফেরেশতা নামাজ আদায় করে এবং রাত পর্যন্ত তার জন্য গুনা মাফের জন্য দোয়া করতে থাকে।

২২৩। কোন মাসে ২ রাকাত নামাজ পড়লে ৭০০ ফেরেশতা পৃথিবীর সমস্ত গাছের পাতায় পাতায় নেক লিখতে থাকে এবং সমস্ত গুনাকে আমলনামা থেকে কেটে দিবে?

উত্তর ঃ রমাজান মাসে ১ম রাত্রিতে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়লে ৭০০ ফেরেশিতা পৃথিবীতে এসে সমস্ত গাছের পাতায় পাতায় নেক লিখতে থাকবে এবং সমস্ত গুনাহকে আমলনামা থেকে কেটে দিবে। [আনীছুল আরওয়া]

২২৪। কোন সময় নামায না পড়েও নামায পড়ার ছাওয়াব পায়?

উত্তর ঃ জামাতে নামাজ পড়ার অপেক্ষায় বসে থাকলেও নামাজ পড়ার নেক লেখা হয়। বেনামাজীকে নামাজের দাওয়াত দিলে সেই ব্যক্তি নামাজ না পড়লেও নামাজ পড়ার নেক দাওয়াতকারীর আমলনামায় লেখা হয়। [বুখারী ও মুসলিম]

২২৫। কোন রাত্রি ২ রাকাত নামাজ পড়লে হযরত ইদ্রীস, হযরত শুয়াইব, হযরত আইয়ুব, হযরত ইউনুস, হযরত দাউদ, হযরত নূহ (আ.) তাদের সমস্ত নেকের সমতুল্য নেক ঐ ব্যক্তির আমলনামায় লেখা হয়?

উত্তর ঃ শবে কদরের রাতে ১ম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কদর ২য় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কুলহু আল্লাহু ৩ বার করে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়লে ঐ ব্যক্তিকে উল্লেখিত আম্বিয়াগণের সমস্ত নেকের সমতুল্য নেক দেয়া হবে। [আওকাত]

২২৬। নামাজের কাতার সোজা করা কি এবং না করলে কি ক্ষতি হয়?

উত্তর ঃ জামাতের সাথে নামাজ পড়ার সময় নামাজের কাতার সোজা করা ওয়াজিব। আর যারা কাতার সোজা করে নামাজ আদায় করে না আল্লাহ তা'য়ালা তাদের দিলকে বাঁকা করে দনে এবং কাতার সোজা করে নামাজ আদায় করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার ফেরেশতাদের নিকট গর্ভবোধ করে থাকে যে আমার বান্দারা কাতার সোজা করে নামাজ আদায় করে তাই ফেরেস্তারা তোমরা সাক্ষী থাক। আমি আমার বান্দার গুনাহ মাফ করে দিলাম। [মুসলিম]

২২৭। কোন দোয়া পড়লে ৪০ বছরের ছাগীরা গুনাহ মাফ এবং গোসলের প্রতি ফোটা পানির পরিবর্তে ৭০০ রাকাত নফলের নেক পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ শাবান মাসের ১৪ তারিখ সূর্যাস্তের সময়

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ*

উচ্চারণ ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। ৪০ বার পাঠ করলে ৪০ বছরের ছগীরা গুনা মাফ হয়ে যায় এবং এ সময় গোসল করলে প্রতি পানির ফোটার পরিবর্তে ৭০০ রাকাত নফলের নেকী হবে। (আনুছুল)

২২৮। নামাজের সালাম ফিরানোর পরপরই সুন্নাত আমল কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) নামাজ শেষে ৩ বার ইস্তেগফার অর্থাৎ আসতাগফিরুল্লাহ! আসতাগফিরুল্লাহ!! আাতাগফিরুল্লাহ!!! তিনবার পড়ার পর একবার আল্লাহুম্ম আন্তাস সালাম মিনকাস সালাম ওয়ালাইয়ারজিউস সালাম (তাবা রাকতা রাব্বানা ওয়াতা আলাইতা ইয়াজাল জালালি ওয়াল ইকরাম। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুলহামদু ওয়াহু য়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। এরপর আল্লাহুম্মা লা মানিয়া লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তালিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউহাল জাদ্দি মিনকাল জাদ। তাছাড়া তাছবীহে ফাতেমী সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুল্লিাহ ৩৩ বার আল্লাহু আকবার ৩৪ বার

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ১০০ বার ফজর ও আছর বাদ প্রতিটি তাছবীহ ১০০ বার করে ৪০০ বার পাঠ করা। প্রতি ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পরপরই আয়াতুল কুরসি পাঠ করা। (বুখারী মুসলিম, নাসাঈ আবুদ দাউদ, কুবরা, মসুনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ]

২২৯। এশার ও ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করলে সারারাত্র ঘুমিয়েও এবাদত বন্দেগীর ছাওয়াব পাওয়া যাবে। [ফাযায়েলে আমাল]

উত্তর ঃ সূরা জিলজাল ও সূরা কাফিরুন দ্বারা এশরাকের শেষ ২ রাকাত নফল নামাজ পড়লে তাকে ১০০ রাকাতের নেকী দেয়া হবে। [শরহে বেকায়া]

২৩০। কোন আমল করলে সারারাত ঘুমিয়েও এবাদতের নেক হয়?

উত্তর ঃ এশার ও ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করলে সারারাত্র ঘুমিয়েও ইবাদত বন্দেগীর ছাওয়াব পাওয়া যাবে। [ফাজায়েলে আমাল]

২৩১। সদকায়ে জারিয়ার নেক কাকে বলে ও কোন কোনগুলো?

উত্তর ঃ যে আমলের নেক কিয়ামত পর্যন্ত আমলনামায় লেখা হতে থাকে সে নেকগুলো সদকায়ে জারিয়ার নেক বলা হয়। যেমন- (১) দুনিয়াতে নেক সন্তান রেখে যাওয়া। (২) ইলমে দ্বীন নিজে শিখে অন্যকে শিখানো। (৩) মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট পুকুর, কবরস্থান, ঈদগা ইত্যাদি বানানো। (৪) তালিবে ইলেমকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা ইত্যাদি। [মুসলিম]

২৩২। ২ রাকাত নামাজে ৯৯টি মাসয়াল।

উত্তর ঃ নামাজের জায়গা পাক হওয়া ফরজ। (২) নামাজের কাপড় পাক হওয়া ফরজ। (৩) নামাজের শরীর পাক হওয়া ফরজ। (৪) নামাজে শরীরের ফরজ ছতর ঢাকা ফরজ। (৬) নামাজে কিবলামুখী হওয়া ফরজ। (৭) ওয়াক্ত চিনে নামাজ পড়া ফরজ। (৮) (নির্ধারিত) নামাজের খিয়াল/নিয়ত করা ফরজ। (৯) তাকবীরে তাহরীমার জন্য আল্লাহু আকবার বলা ফরজ। (১০) নামাজে কিরাত পড়া ফরজ। (১১) নামাজে রুকু করা ফরজ। (১২) নামাজে সিজদা করা ফরজ। (১৩) নামাজের শেষে বসা ফরজ। (১৪) নামাজ থেকে ইচ্ছাপূর্বক বাহির হওয়া ফরজ। (১৫) নামাজে আলহামদু সূরা পড়া ওয়াজিব। (১৬) নামাজে আলহামদু সূরা পরার পর সূরা মিলানো ওয়াজিব। (১৭) নামাজের জলসা করা ওয়াজিব। (১৮) নামাজে প্রথম দুই রাকাতে কিরাত পড়া ওয়াজিব। (১৯) নামাজে কওমা করা ওয়াজিব। (২০) নামাজে প্রথম বৈঠক ওয়াজিব। (২১) নামাজে আত্তাহিয়্যাতু পড়া ওয়াজিব। (২২) বেতের নামাজে দোয়ায়ে কুনুত পড়া ওয়াজিব। (২৩) আস্তের জায়াগায় আস্তে পড়া জোরের জায়গায় জোরে পড়া ওয়াজিব। (২৪) নামাজে সালাম ফিরানো ওয়াজিব। (২৫) নামাজে মুক্তাদিরা ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। (২৬) ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ৬ বার তাকবীর বলা ওয়াজিব। (২৭) নামাজের প্রতিটি রুকনকে ধীরস্থিরভাবে আদায় করা ওয়াজিব। (২৮) নামাজে দাঁড়ান রুকু সিজদা ইত্যাদি তরতীব মত করা ওয়াজিব। (২৯) নামাজের ভিতর কথা বললে নামাজ ফাসেদ/ভেঙ্গে যায়। (৩০) নামাজের ভিতর সালাম দিলে নামাজ ভেঙে যায়। (৩১) নামাজের ভিতর সালামের উত্তর দিলে নামাজ ভেঙ্গে যায়। (৩২) নামাজে উহ্/আহ্ শব্দ করলে নামাজ ভেঙ্গে যায়। (৩৩) নামাজে বিনা উজরে কাশি দিলে নামাজ ভেঙে যায়। (৩৪) নামাজে বিপদে/বেদনায় শব্দ করে কাঁদলে নামাজ ভেঙে যায়। (৩৫) নামাজে বাহিরের লোকের

লোকমা গ্রহণ করলে নামাজ ভেঙে যায়। (৩৬)নামাজে কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়লে নামাজ ভেঙে যায়। (৩৭) নামাজে নাপাক জায়গায় সিজদা করলে নামাজ ভেঙে যায়। (৩৮) নামাজে দুনিয়াবী কোন কিছু চাইলে নামাজ ভেঙে যায়। (৩৯) নামাজে পানাহার করলে নামাজ ভেঙে যায়। (৪০) নামাজে আমলে কাছীর অর্থাৎ, নামাজের কাজ ব্যতীত অন্য কাজ করলে নামাজ ভেঙে যায়। (৪১) নামাজে কিবলার দিক থেকে সিনা অন্যদিকে ফিরালে নামাজ ভেঙ্গে যায়। (৪২) নামাজে ইমামের আগে আগে মুক্তাদিরা কিছু করলে নামাজ ভেঙ্গে যায়। (৪৩) নামাজে প্রতি রুকনে ২ বারের বেশি শরীর চুলকালে নামাজ ভেঙে যায়। (৪৪) নামাজে শব্দ করে হাসলে নামাজ ভেঙ্গে ও অজু নষ্ট হয়ে যায়। (৪৫) নামাজে তিন তছবী পরিমাণ সময়ের বেশি শরীরে ছতর খুলে থাকলে নামাজ ভেঙে যায়। (৪৬) নামাজে হাসির জওয়াব দিলে নামাজ ভেঙে যায়। (৪৭) নামাজের বাহিরের কথার উপর কোন কিছু বললে নামাজ ভেঙে যায়। (৪৮) হাতের আঙুল স্বাভাবিক কিবলামুখী করে কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নত। (৪৯) নাভীর নিচে হাত বাধা মেয়েদের সীনার উপর হাত রাখা সুন্নত। (৫২) বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত। (৫৩) সূরা ফাতিহার পর আস্তে আমীন বলা সুন্নত। (৫৪) সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব । (৫৫) সিজদার জায়গার নজর রাখা সুন্নত।

২৩৩। মহিলাদের নামাজে পুরুষদের নামাজ থেকে ৩৫ জায়গা পার্থক্য।

উত্তর ঃ মেয়েদের জন্য উঠান, বারান্দা বা ঘরের খোলা জায়গা থেকে নির্জন স্থানে নামাজ পড়া উত্তম। (২) দাঁড়ানো অবস্থায় নজর সিজদার জায়গায় রাখা (৩) দু'পা সোজা ও কিবলামুখী মাঝখানে সামান্য ফাঁকা/মিলানো। (৪) সিনা সামান্য ঝুকানো অবস্থায় রাখা। (৫) তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানো অবস্থায় হাতের পেট ও আঙ্গুল মিলানো কিবলা মুখীরাখা (৬) কাধ বরাবর শাড়ি/ওড়নার ভিতর হাত উঠানো। (৭) হাত সিনায় রাখা অবস্থায় আঙ্গুল মিলানো অবস্থায় ডান হাতের পাতা বাম হাতের পিঠের উপর রাখা। (৮) রুকুর অবস্থায় ঃ কোমর হতে পায়ের পাতা পর্যন্ত হাঁটু সামান্য আগে বাড়িয়ে কনুই পেট ও উরুর সাথে চাপিয়ে রাখা। (৯) হাতের আঙুল মিলায়ে হাঁটুর উপরিভাগে হাত রাখা। (১০) দু'পা সামান্য ফাঁকা রাখা। (১১) নজর পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুলের দিকে রাখা। (১২) রুকু থেকে উঠা অবস্থা সোজা খাড়া হয়ে সামান থামা। (১৩) হাত শরীরের সাথে মিলিয়ে ঝুলিয়ে রাখা। নজর সিজদার জায়গায় রাখা। (১৪) সিজদার অবস্থায়ঃ দাঁড়ানো থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় নযর সিজদার জায়াগায় রেখে প্রথমে হাঁটু ও পরে দুই হাত মাটিতে রাখা। (১৫) অতঃপর ডানদিকে দু'পা বাহির করতে করতে নাক ও কপাল মাটিতে রাখা। (১৬) (হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে কিবলামুখী রাখা। (১৭) বাম রান মাটিতে মিশিয়ে উরুর উপর শরীর বিছিয়ে রাখা। (১৮) বাম পায়ের পাতার উপর ডান পা রেখে আঙ্গুল কিবলামুখী দুই হাতের মাঝখানে সিজদা করা। (১৯) হাত দুখানা হাঁটুর উপর কাছাকাছি রাখা। (২০) পেট উভয় রানের সাথে মিলিয়ে রাখা। (২১) নজর নাকের দিকে রাখা। (২২) কনুই মাটিতে মিশিয়ে রাখা। (২৩) বসা অবস্থায় ঃ দু'পা ডানদিকে বাহির থাকা অবস্থায় বসা। (২৪) নজর কোলের দিকে রাখা। (২৫) সিনা ও গর্দান ঝুকানো অবস্থায় বসা। (২৬) হাতের আঙ্গুলি মিলিয়ে কিবলামুখী অবস্থায় হাঁটুর উপর রাখা। (২৭) বাম চতুরের উপর রাখা। অতঃপর হাঁটু উঠিয়ে সোজা দাঁড়ানো। (৩১) সালাম

ফিরানো অবস্থায় ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলার সাথে সাথে চেহারা ডান কাধের দিকে ফিরানো (৩২) নযর কাধের দিকে দেয়া। (৩৩) অতঃপর চেহারা সোজাসুজি করত পুনর্বার আসসালামু আলাইকুম বলার সাথে সাথে বাম কাধের দিকে চেহারা ফিরানো। (৩৪) মোনাজাত অবস্থায় ঃ দুই হাতের উপরী ভাগ মিলানো অবস্থায় সিনা পর্যন্ত উঠিয়ে হাতের পেট চেহারার মুখোমুখি করে হাতের নিচ অংশ ফাঁকা রাখা। (৩৫) মোনাজাত শেষে দুই হাত চেহারায় মিলিয়ে মোনাজাত সমাপ্ত করা। [নামাজের হাজার মাসায়িল]

রুকুতে ৯টি মাসয়ালা

(৫৬) রুকুতে যেতে আল্লাহু আকবার বলা সুন্নত। (৫৭) হাতের আঙুল ফাঁকা করে হাঁটুতে ধরা মেয়েদের আঙুল মিলিয়ে হাঁটুর উপর হাত রাখা। (৫৮) রুকুতে দেরী করা ওয়াজিব। (৫৯) রুকুতে সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম ৩ বার বলা সুন্নত। (৬০) পায়ের পাতার দিকে নজর রাখা সুন্নত। (৬১) রুকু থেকে উঠার সময় – سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

* বলা সুন্নত। (৬২) রুকু থেকে সোজা হয়ে দেরী করা ওয়াজিব।

প্রথম সিজদায় ৯টি মাসয়ালা ঃ

(৬৩) সিজদাতে যেতে আল্লাহু আকবার বলা সুন্নত। (৬৪) সিজদায় গিয়ে দেরী করা ওয়াজিব। (৫৬) সিজদায় গিয়ে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ৩ বার বলা সুন্নত। (৬৬) সিজদা থেকে উঠতে اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলা সুন্নত। (৬৭) সিজদা থেকে সোজা বসে দেরী করা ওয়াজিব।

২য় রাকাতে রুকুর আগে ৭টি মাসয়ালা ঃ

(৭৪) হাত বাধা সুন্নত। (৭৫) বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত। (৭৬) সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণ পড়া ওয়াজিব। (৭৭) ফাতিহার পর আস্তে আমীন বলা সুন্নত। (৭৮) সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। (৭৯) সূরা মিলানো ওয়াজিব।

২য় রাকাতে রুকু ও সিজদার মাসয়ালা ১ম রাকাতের মতঃ

আখেরী বৈঠকে ১০টি মাসয়ালা ঃ

(৮০) আখেরী বৈঠকে বসা ফরজ। (৮১) ডান পা খাড়া রাখা সুন্নত। (৮২) দুরুদ পড়া পায়ের উপর বসা সুন্নত। (৮৩) আত্তাহিয়াতু পড়া ওয়াজিব। (৮৪) দুরুদ পড়া সুন্নত। (৮৫) পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী রাখা সুন্নত। (৮৬) কুলের দিকে নজর রাখা সুন্নত। (৮৭) হাতের আঙ্গুল স্বাভাবিক ভাবে রাখা সুন্নত। (৮৮) দোয়ায়ে মাসুরা পড়া সুন্নত। (৮৯) আশহাদু আল্লা বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঠানো মুস্তাহাব। (৯০) আসসালামু আলাইকুম বলে নামাজ শেষ করা ওয়াজিব। (৯১) সালাম ফিরানোর সময় ১ম কাধে অতঃপর ডানদিকে নজর করা। (৯২) বামদিকে সালামের সময় ১ম কাধে অতঃপর বাম দিকে নজর করা সুন্নত। (৯৩) বসিয়া নামাজ পড়লে রুকু করার সময় মাঝ ও শরীর পা থেকে আলাদা না করে কাধ ও হাঁটু বরাবর করে রুকু করা। (৯৪) ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ দাঁড়িয়ে পড়া ফরজ। (৯৫) কিবলার দিক থেকে সিনা অন্য দিকে হলে নামাজ ভেঙ্গে যায়। (৯৬) পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে কেবল কিছু বাহির হলে নামাজ ভেঙ্গে যায়। (৯৭) রক্ত পুজ বা পানি বাহিরে পড়া মাকরুহ তাহরিমী।

(৯৯) পুরুষের জন্য সেজদার সময় কনুই মাটিতে লাগিয়ে নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমী। [নামাজের হাজার মাসায়িল, বেহেস্তে জেওর]

অধিক অধিক ফযীলতের সূরা সমূহ

২৩৪। সূরা বাকারা ও আলে - ইমরানের ফযীলত কি কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি সূরা বাকারা ও আল ইমরান পাঠকরে তার জন্যে গুনামাফের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে থাকবে। [মিশকাত] তিনি ফরমান, রাত্রিবেলা বাকারা পাঠ করলে ৩ রাত্র পর্যন্ত ঐ ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না। এবং দিনে পড়লেও ৩ দিন পর্যন্ত শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না তিনি আরো ফরমান, জুমার দিন আল ইমরান পড়লে ফেরেশতারা রাত পর্যন্ত গুনা মাফের দোয়া করতে থাকবে। রাত্রিবেলা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পড়লে পাঠকের নিরাপত্তার জন্য ইহাই যথেষ্ঠ হবে। বাকারা ও ইমরান কিয়ামতের দিন পাঠককে নিরাপত্তার জন্য ইহাই যথেষ্ট হবে। বাকারা ও ইমরান কিয়ামতের দিন পাঠককে ছায়া দান করবে। রাতের যেকোন অংশে আলে ইমরানের শেষ রুকু পাঠ করলে সারারাত্রি এবাদত বন্দেগীর তথা নফল নামাজ পড়ার নেক হবে। [মিশকাত, হসনে হাসীন]

২৩৫। সূরা কাহ্ফের ফযীলত কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ পাঠ করবে তার ঈমানের নূর পরবর্তী জুমা পর্যন্ত চমকিতে থাকবে। আর যে, প্রথম ১০টি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ রাখা হবে। এবং এ দিনে সূরা কাহফ পাঠ করলে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা তার গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করতে থাকে। [মিরকাত]

২৩৬। সূরা ইয়াসীনের ফযীলত কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফারমান, যে ব্যক্তি দিনের প্রথমভাগে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে আল্লাহপাক তার সমস্ত কুরআনের ছাওয়াব দান করবেন। (১) একবার পাঠ করলে আল্লাহ তাহাকে ১০ খতম কুরআনের ছাওয়াব দান করবেন। (২) পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। (৩) মৃত্যু ব্যক্তির জন্য পড়লে কবরের আযাব মাফ করে দেবেন। (৪) রাতে পড়ে মারা গেলে শহিদী মর্যাদা লাভ করবে। (৫) মৃত্যুর সময় রুগীর নিকট পড়লে মৃত্যু যন্ত্রণা দূর হবে এবং অতি আছানে মৃত্যু হবে। (৬) প্রসব বেদনার সময় পড়লে সহজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। (৭) যে কোন মাকসুদে পড়লে মাকসুদ পূর্ণ হবে। (৮) শয়নকালে পড়লে সকাল বেলা নিস্পাপ অবস্থায় ঘুম থেকে উঠবে। (১০) দৈনিক পাঠ করলে কিয়ামতের দিন পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে। (১১) কবরের পাশে পড়লে কবরের আজাব মাফ হবে। (১২) জুমার দিনে ইয়াসীন পড়ে দোয়া করলে দোয়া কুবল হয়। (১৩) খাদ্যের স্বল্পতার সময় পড়লে খাদ্যে বরকত হয়। (১৪) পাঠকারীর সমস্ত গুনা মাফ করে দেয়া হয়। (১৫) একে কুরআন পাকের দিলও বলা হয়। (১৬) আসমান জমীন সৃষ্টির ১ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তায়ালা সূরা ত্বহা ও ইয়াসীন পাঠ করে ছিলেন ফেরেশতারা শুনে বলেছিলেন যে, ধন্য ঐ জাতি যে ব্যক্তি মুখ ও অন্তর যাদের উপর তা নাযিল হবে (মেশকাত)

২৩৭। সূরা ফাতিহা কি সর্বপ্রকার রোগের ওষুধ?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান ঃ (১) সূরা ফাতিহা সর্বপ্রকার রোগের ওষুধ। যদি কেউ ফজরের ফরজ ও সুন্নতের মাঝখানে পূর্ণ বিসমিল্লাহর সাথে ৪০ বার পাঠ করে রোগীর মুখে দম করে তবে সে আল্লাহর রহমতে আরোগ্য লাভ করবে।

(২) ঘুমের পূর্বে সূরা ফাতিহা ও সূরা বিসমিল্লাহর সাথে ৪০ বার পাঠ করে রোগীর মুখে দম করে তবে সে আল্লাহর রহমতে আরোগ্য লাভ করবে।

(৩) সূরা ফাতিহা কুরআনের দুই -তৃতীয়াংশ পড়ার সমতুল্য ছাওয়াব।

(৪) ফজরের সুন্নত ও ফরজের মাঝখানে বিসমিল্লাহর মীমের সাথে আল্‌হামদু লামকে মিলিয়ে ৪১ বার করে ৪০ দিন পড়লে যে কোন নেক উদ্দেশ্যে পুরা হবে।

(৫) কঠিন রোগীকে ফু দিয়ে পান করালে রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

(৬) বাসনে গোলাপ ও মেশকে জাফরানে লিখে ৪০ দিন পান করালে কঠিন রোগ থেকেও মুক্তি লাভ করবে।

(৭) দাঁত, মাথা ও পেটের ব্যাথায় ৭বার পড়ে দম করলে ব্যাথা দূর হবে।

(৮) ফাতিহা ও বাকারার শেষে কয়টি আয়াতকে নূর বলা হয়, কেননা কিয়ামতের দিন নূর হয়ে পাঠকারীর আগে আগে চলবে। হুযুর (সা.) আরো ফরমান ফাতিহা নেকের দিক দিয়ে কুরআনের দুই-তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী) ৩বার ফাতিহা পাঠ করলে দুই খতমে কুরআনের সমানে নেক। পাওয়া যায় [মাজহারী]

২৩৮। সূরা আর-রহমানের ফযীলত ?

উত্তর ঃ সূর্যোদয়ের সময় মুখ করিয়া ফাবিআইয়্যি আলাই ....জিবান পড়ার সময় সূর্যের দিকে ইশারা করে ৪ দিন পড়লে অবাধ্য মানুষকে বাধ্য করা যায়। ১১ বার পড়লে যে কোন নেক মাকসুদ পূর্ণ হয়। নিয়মিত পাঠ করলে কিয়ামতের দিন চন্দ্রের ন্যায় চেহারা উজ্জ্বল হবে ও বেহেস্তী হবে। দোয়া কবুল হবে। ফাবিআইয়্যি আলা ...জিবান ৩ বার পড়ে হাকীমের দরবারে গেলেও সম্মান পাবে। এ সূরা পাঠকাকারী জান্নাতল ফেরদাউসের অধিকারী হবে। এ সূরা পবিত্র কুরআনেরে শোভা। [মিশকাত]

২৩৯। সূরা ওয়াকিয়াহ'র ফযীলত কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, প্রত্যহ রাতে ওয়াকিয়াহ পাঠ করলে জীবনে কখনো অভাব অনটন হবে না। জুমার দিন হতে ৭দিন প্রত্যহ বাদ ফজর ১বার পড়লে পরবর্তী জুমার রাতে মাগরিবের পর ২৫ বার দরুদ পরে প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় ১বার করে পাঠ করলে তার কোন অভাবই থাকতে পারে না। ওয়াকিয়াহ ও আর-রহমান পাঠকারী জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী হবে। এটা সম্পদশালী হওয়ার সূরা। [কাঞ্জুল উম্মাল]

২৪০। সূরা মুজ্জাম্মিলের ফযীলত কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, এ সূরা বিপদের সময় পড়লে বিপদ দূর হয়। সর্বদা পড়লে স্বপ্নে নবী করীম (সা.) এর যিয়ারত নছীব হবে এবং তার জন্য দোজখ হারাম হয়া যাবে। এটা পাঠ করে হাকীমের সম্মুখে গেলে হাকীম সদয় হবে। দৈনিক ১-৭ বার পড়লে রুজি বৃদ্ধি হয়। প্রত্যহ শেষ রাতে ৪১ বার করে ৪ দিন একটানা পাঠ করলে কঠিন করজ হলেও আদায়ের পথ হয়ে যাবে ইহা পরীক্ষিত। [তিরমিজী]

২৪১। সূরা কাহফ এর ফযীলত কি?

উত্তর ঃ জুমার দিন সূরা কাহফ পাঠ করা এক জুমা থেকে অন্য জুমা পর্যন্ত গুনাহ্ মাফ হয়। পরবর্তী জুমা পর্যন্ত নূর চমকাতে থাকে। ২০-২৩ আয়াত পাঠ করলে দাজ্জালের ফেতনা থেকে হিফাজত রাখবেন। [বুখারী, বায়হাকী, তিরমিজী]

২৪২। সূরা দুখান এর ফযীলত কি?

উত্তর ঃ যে সূরা পাঠ করলে ৭০ হাজার ফেরেস্তা ক্ষমার জন্য দোয়া করতে থাকে। নবী করীম (সাঃ) ফরমান, যে ব্যক্তি রাতে সূরা দুখান পাঠ করবে রাতভর ৭০ হাজার ফেরেস্ত তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। আর জুমার রাতে পড়লে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেয়া হবে। [তিরমিজী]

২৪৩। সূরা ফাতহেএর ফযীলত?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, সূরা ফাতহ সমস্ত পৃথিবী হতেও উত্তম। তাই সপ্তাহে অন্তত ১ বার এ সূরা পাঠ করবে। [হিসনে হাসীন]

২৪৪। সূরা মুলক এর ফযীলত কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি প্রত্যহ সূরা মুলক পাঠ করবে সে কবর আজাব এবং কিয়ামতের কঠিন মুছীবত হতে রেহাই পাবে। ৪১ বার পড়লে বিপদ উদ্ধার ও ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হবে। নিয়মিত পাঠ করলে এ সূরা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। নতুন চাঁদ দেখে পড়লে পূর্ণ মাসেই নিরাপদে থাকবে । দৈনিক ৩ বার করে ৩ দিন পড়ে চক্ষু রোগীকে দম করলে চোখের রোগ আরোগ্য হবে। সূরা মূলক ও আলিফলাম সিজদা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে পাঠ করলে সবে কদরের সমতুল্য নেক লাভ করবে এবং এ সূরা ঝগাড়া করে থাকে যে, পাঠকারীকে ক্ষমা করুন অথবা কুরআন থেকে আমাকে মুছিয়া ফেলুন। কবরের আযাব এ সূরা অবশ্যই মুক্তি দিয়ে থাকে। [আবু দাউদ, তিরমিজী]

২৪৫। আয়াতুল কুরসির ফযীলত কি?

উত্তর ঃ (১) আয়াতুল কুরসি পাঠকারীর জন্য জান্নাতে প্রবেশে মৃত্যু ছাড়া কোন বাধা নেই। (২) যে ব্যক্তি প্রত্যহ ফরজ নামাজের পর ১ বার পাঠ করে তার মৃত্যুর যন্ত্রণা হালকা হবে। (৩) রিজিক বৃদ্ধি পাবে। (৪) মৃত্যুর পর তার ও জান্নাতের মধ্য দূই আঙুল পরিমাণ ব্যবধান থাকবে। (৫) দুনিয়া ও আখিরাতের নানা উন্নতি লাভ হবে। (৬) সকাল সন্ধ্যা পড়লে আল্লাহ্ তার জিম্মাদার হবেন। (৭) শয়তান তার নিকটে আসতে পারবে না। (৭) কোথাও রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এটা পড়ে বাম পা ফেললে কাজে সফল হবে। (৮) নবী করীম (সা.) এর মৃত্যুর সময় আজরাইল বলল, আপনার উম্মতের মধ্যে যে প্রত্যহ ফরজ নামাজের পর ১ বার পড়লে আমি তার রূহ সহজে কবজ করব। এ আয়াত পড়ে ঘুমালে সারা রাত্র ফেরেস্তা পাহাড়া দেয় যেন চুরি হতে না পারে। কোন বিপদ আপদ যেন না হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়ূল কাইয়্যুম থেকে আলিয়্যল আজীম পর্যন্ত।

২৪৬। কুল্লিল্লাহুম্মা এর ফযীলত কি?

উত্তর ঃ ধনী হওয়া ঋণ পরিশোধ ও ব্যবসার উন্নতির আমল ঃ প্রত্যেহ নামাজের পর শয়নকালে এবং সকাল বিকাল ৭ বার করে নিয়মিত পাঠ করলে আর্থিক সচ্ছলতা ঋণ

পরিশোধে সম্মান বৃদ্ধির পরীক্ষিত আমল। কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি থেকে বিগাইরি হিসাব পর্যন্ত। নবী করীম (সা.) এর জিয়ারত ও সুপারিশ লাভের উপায় যে ব্যক্তি প্রত্যহ ফজর নামাজের পর ৭ বার তাওবার শেষে দুটি আয়াত পাঠ করে সে অবশ্যই নবী করীম (সা.) এর জিয়ারত ও সুপারিশ লাভ করতে পারবে।

২৪৭। ৭০ টি প্রয়োজন পূরণ, শত্রুর উপর জয়ী হওয়ার আমল?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি প্রত্যহ নামাজের পর সূরা ফাহিতা আয়াতুল কুরসী আলে -ইমরানে ১৮ নং আয়াত পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার ঠিকানা জান্নাতে করে দেবেন। দৈনিক ৭০ বার রহমতের নজর দেবেন। দৈনিক ৭০টি প্রয়োজন মিটাবেন। শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী করবেন।

২৪৮। সূরা কাফিরুন এর ফযীলত কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি ৪ বার সূরা কাফিরুন পাঠ করবে সে ১ খতম কুরআনের ছাওয়াব পাবে। [তিরমিজী]

২৪৯। সূরা নাছর এর ফযীলত কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, ৪ বার সূরা নাছর পাঠ করলে ১ খতম কুরআনের ছাওয়াব পাবে। [তিরমিজী]

২৫০। সূরা এখলাস/কুলহুয়াল্লাহ এর ফযীলত কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফারমান, ৩ বার সূরা ইখলাস বা কুলহুয়াল্লা পাঠ করলে ১ বার খতমে কুরআনের নেক এবং এ সূরা পাঠকারীর জন্য জান্নাত অবধারিত বলিয়া সুসংবাদ রয়েছে এবং সুরা কুলহু ওয়াল্লাহু মহব্বত কারীকে অবশ্যই তিনি জান্নাতে পৌছে দিবেন। তিনি আরো ফরমান, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে শুয়ে ১০০ বার এ সূরা পাঠ করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা ডেকে বলবেন যে, হে আমার বান্দা তুমি তোমার ডান দিকের রাস্তা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। [বুখারী ও তিরমিজী]

প্রত্যহ ২০০ বার সূরা কুলহু ওয়াল্লাহ পড়লে ৫০ বছরের গুন মাফ হয়। [মিশকাত]

১০ বার পাঠ করলে জান্নাতে একটি বালাখানা তৈরি হয়ে যায়। এ সূরা পাঠকারীর জন্য জান্নাত অবধারিত। [তিরমিজী আবু দাউদ, নাছায়ী, আহমদ]

২৫১। সূরা কুলহু ওয়াল্লাহ ফালাক, নাস এর ফযীলত কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) এই সূরাগুলো যাবতীয় যাদুটোনার অনিষ্ট থেকে শরীর বন্ধ ও নিরাপদ থাকা এ আমল। প্রত্যেক রাতে ঘুমানোর পূর্বে দুই হাতের তালু একত্রে করে ৩ টি সূরা পাঠ করে হাতে দম করতেন অতঃপর উভয় হাতদ্বয় দ্বারা নিজ শরীরের যতদূর সম্ভব সর্বত্র মুছে ফেলনে এবং মাথা থেকে অরম্ভ করে এরূপে ৩ বার করতেন। যে ব্যক্তি সকাল বিকাল এ সূরাগুলো পাঠ করবে সে সকল বিপদ-আপদ থেকে হিফাজতে থাকবে। [বুখারী তিরমিজী]

২৫২। সূরা কদর এর ফযীলত কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি ৪ বার সূরা কদর পাঠ করবে সে এক খতম কুরআনের ছাওয়াব পাবে। [তিরমিজী]

২৫৩। সূরা আদিয়াত এর ফযীলত কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি ২ বার সূরা আদিয়াত পাঠ করবে সে এক খতম কুরআনের ছাওয়াব পাবে। [তাফমায়াহিবু রহমান]

২৫৪। সূরা **তাকাছুর এর ফযীলত কি?**

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান, যে ব্যক্তি ১ বার সূরা তাকাছুর পাঠ করবে সে, ১ হাজার আয়াত পাঠ করার সমান নেক পাবে।

২৫৫। সূরা **আলামনাশ রাহলা এর ফযীলত কি?**

উত্তর ঃ গায়েব থেকে রিজিক আসার আমল এ সূরা প্রত্যহ ফরজ নামাজের পর ৭ বার করে পাঠ করলে গায়েব থেকে রিজিক আসবে।

২৫৬। **আল্লাহর রাস্তায় সকাল সন্ধা সময় ব্যয় করলে কি লাভ?**

উত্তর ঃ আল্লাহর রাস্তাহর রাস্তায় ১টি সকাল ও সন্ধা ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সকল ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করার চেয়েও উত্তম। (বুখারী- মুসলি)

২৫৭। **আল্লাহর রাস্তায় দান করা ও সময় ব্যয় করলে কি লাভ?**

উত্তর ঃ আল্লাহর পথে ১গুণ খরচ করলে ৭শত গুণের নেক, আর প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে ৭লক্ষ দিরহামের নেক হয়। আর যে ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহর পথে ধুলায় মলিন হয় আল্লাহ তার উপর দোজখের আগুন হারাম করে দেন। [বুখারী]

২৫৮। কুরআন পড়ার সময় কান্না কাটি করা কি?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান اُتْلُوا الْقُرْاٰنَ وَابْكُوْا فَاِنْ لَّمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর এবং কাঁদ যদি ক্রন্দন না আসে কান্নার ভান করো।

২৫৯। **কুরআন পাঠের সময় আওয়াজ (কণ্ঠস্বর) সুন্দর করা কি?**

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ অর্থাৎ কুরআন পড়ার সময় তোমাদের আওয়াজ (কণ্ঠস্বরকে) সুন্দর কর। [আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

২৬০। **সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত না করলে কি হয়?**

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) ফরমান; لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে সুন্দর আওয়াজ (স্বরে) কুরআন পড়ে না। (বুখারী)

২৬১। **দুনিয়াতে কোন সময় আল্লাহর সাথে বান্দার কথা বার্তা হয়?**

উত্তর ঃ কুরআন তিলাওয়াত ও নামাজে সময় আল্লাহর সাথে বান্দার কথা হয়।

২৬২। **হুযুর (সা.) দৈনিক কত বার তাওবা ইস্তেগফার করতেন?**

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) দৈনিক ৭০-১০০ বার তাওবা ইস্তেগফার করতেন। (বুখারী)

২৬৩। **২ সেকেণ্ড কোন তাছবীহ পড়লে আসমান জমীনের মধ্যবর্তী স্থান নেকে ভর্তি হয়ে** যায়?

উত্তর ঃ সুবহা-নাল্লাহ পাল্লার অর্ধেক আলহামদুল্লিাহ এটা নেকে ভর্তি করে দেয়, আল্লাহু আকবার আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে দেয়া হয়। [ফাযায়েলে আ'মাল]

২৬৪। এক মিনিটের যে আমল দ্বারা নবীজীর শাফায়াত নছীব হবে।

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) কর্তৃক শিখানো সর্বোত্তম দরুদ, দরুদে ইব্রাহীম (নামাযের দরুদ), সকালে ১০ বার সন্ধ্যায় ১০ বার পড়লে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মছীবতের দিনে রাসূল্লাহ (সা.)-এর শাফায়াত লাভ করবে। [তারগীব, আল্ ইখবার]

২৬৫। কোন ৩টি রোজার পরিবর্তে সারা জীবন রোযা রাখার সমান নেক?

উত্তর ঃ প্রত্যেক মাসের ৩টি রোজা , রাখার নেক সারা জীবন রোজা রাখার সমান নেক। [বুখারী]

২৬৬। এশা ও ফজর নামাজে জামাতে আদায় করলে কি লাভ হয়?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতে আদায় করল সে যেন অর্ধ রাত্র পর্যন্ত এবাদত করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করল সে যেন সারারাত্রি নামাজে রত রলো। [মুসলিম]

২৬৭। কোন নামায না পড়েও নামায পড়ার নেক পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ জামাতে শরীক হয়ে নামায পড়ার অপেক্ষা করার সময়টুকু নামায পড়ার মধ্যে গণনা করে আমল নামায় নেক লেখা হতে থাকে এবং কাহাকে ছহী নিয়তে নামাযের দাওয়াত দিলে ঐ ব্যক্তি নামায না পড়লেও দাওয়াতকারীর আমলনামায় নামায পড়ার নেক লেখা হয়ে থাকে। [বুখারী, মুসলিম]

২৬৮। নেক কাজের মধ্যে উৎসাহিত করলে কি লাভ?

উত্তর ঃ কোন ব্যক্তি কাহাকেও নেক কাজের জন্য উৎসাহিত করায়ে মসজিদ, মাদ্রাসা বা ইমাম, আলেম তালেবে ইলেমকে লজিং রেখে আলেম বানাতে সহযোগিতা করলে উৎসাহদানকারীর আমলনামায় ঐ দানকারীর সমান নেক। [ফাঃ আঃ]

২৬৯। কোন দিনে মরলে ফেরেস্তারা কিয়ামত পর্যন্ত হিসাব নিবে না?

উত্তর ঃ জুমার দিন মারা গেলে কিয়ামত পর্যন্ত ফেরেস্তারা হিসাব নিকাশ নিবে না। [শহীদ হিসেবে গণ্য হবে, কবরের আযাব মাফ হবে। [মাঃ কুরআন]

২৭০। বিপদাপদে হযরত বড় পীড় (রহ.) কি আমল করতেন?

উত্তর ঃ লিল্লাহিল কাফী কাসাতুল কাফী, লিকুল্লী কাফী, কাফাফিল কাফী ওয়া নিই'মাল কাফী, ওয়া লিল্লাহিল হামদ। ১০০ বার পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ বিপদ-আপদ দূর হয়ে যায়। [হযরত বড় পীর (রহঃ)]

২৭১। কোন ১ টি কথা শিখলে সারারাত জাগিয়া ইবাদত হতেও উত্তম?

উত্তর ঃ হযরত আবু দারদা (রা.) বলেছেন ১টি মাসায়ালা শিখা সারারাত জেগে ইবাদত বন্দেগী করা হতে ও উত্তম। (ইবনে মাজা)